১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ১১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ০১ পৌষ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ০১ সফর, ১৪৩৪ হিজরি | ১৫ ফাতাহ, ১৩৯১ হি. শা. | ১৫ ডিসেম্বর, ২০১২ ঈসাব্দ

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে খলীফাতুল্ মসীহ্‌র ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা এবং পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ গত ৪ ডিসেম্বর ২০১২, ব্রাসেল্‌সের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ৩৫০ এরও অধিক অতিথির উপস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

বিস্তারিত ভেতরের পাতায়-

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

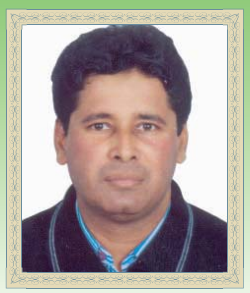

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mwPcÎ

১৫ ডিসেম্বর ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (২ ডিসেম্বর ২০১১)	৫
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (৬ ডিসেম্বর, ২০১২)	১২
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (৭ ডিসেম্বর, ২০১২)	১৫
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (২০ নভেম্বর, ২০১২)	১৭
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মাহমুদ আহমদ সুমন	১৯
প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২১
রাগের কুফল মৌলবী মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম	২৩
জিকরে খায়ের স্মৃতি কথা **এক ওয়াকেফে জিন্দেগী'র জীবন-সঙ্গিনী মরহুমা সৈয়দা রাজিয়া বেগম সাহেবা স্মরণে** সৈয়দ মমতাজ আহমদ	২৫
আমার বয়আত গ্রহণ ও ঐশী দিনর্শন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান	২৯
নবীনদের পাতা- **ইসলামী ইবাদতের শ্রেণীবিভাগ, ইসলামের স্তম্ভ এবং নামাযের গুরুত্ব**	৩০
কবিতা	৩২
সংবাদ	৩৪
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৫
এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও	৩৬

মহানবী (সা.)-এর বহু বিবাহের আপত্তির বিরুদ্ধে একটি দাঁতভাঙ্গা জবাব

আপত্তি উত্থাপন করা হয়, রসূল করীম (সা.) অনেকগুলো বিবাহ করেছিলেন এবং তিনি নাকি সেসব বিবাহ করেছিলেন কেবল ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই। (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক–এথেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই)। কিন্তু আমরা যখন তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রতি তাকাই, তখন আমাদের না মেনে উপায় থাকে না যে, তাঁর সেই সম্পর্ক এমন পবিত্র, এমন কামনা-বাসনাশূন্য এবং এমন আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল যে, অমন পবিত্র ও মধুর সম্পর্ক অন্য কোনও পুরুষেরই তার স্ত্রীর সঙ্গে ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীগণের সম্পর্ক যদি কামনার সম্পর্কই হতো, তাহলে তার অনিবার্য ফল এটাই হতো, তাঁর স্ত্রীগণের (রা.) হৃদয় কখনো আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রভাবে এত বেশী প্রভাবান্বিত হতো না। কিন্তু তাঁর স্ত্রীগণের হৃদয়ে তাঁর প্রতি যে প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল এবং তাঁর পুণ্যময় যে প্রভাব তাঁর (সা.) কাছ থেকে তারা অর্জন করেছিলেন, তা ইতিহাসে বর্ণিত বহু ঘটনা থেকে জানা যায়, যে সব ঘটনার উল্লেখ তাঁর স্ত্রীগণ স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। যেমন, ছোট্ট একটি ঘটনা– মায়মুনা (রা.) হারম শরীফের বাইরে একটি তাঁবুর মধ্যে রসূল করীম (সা.)-এর সঙ্গে মিলিত হন। যদি তাঁর সঙ্গে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্পর্ক স্রেফ দৈহিকই হতো এবং যদি তিনি তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে কোন কোন স্ত্রীর উপরে প্রাধান্য দান করতেন, তাহলে মায়মুনা (রা.) এই ঘটনাকে তার জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে মনে রাখতেন না। বরং তিনি তা ভুলে যাওয়ারই চেষ্টা করতেন।

মায়মুনা (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন এবং তিনি মারা যান আশি বছর বয়সে। তিনি তাঁর (সা.) আশিসপুষ্ট সেই ঘটনাটিকে নিজের সারা জীবন ধরে কখনও ভুলে যেতে পারেন নি। আশি বছর বয়সে যখন তাঁর যৌবনের সকল উদ্দীপনা শীতল হয়ে গিয়েছিল, তখন রসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে আর সে সময়টাকে একটা দীর্ঘ সময় বলতেই হবে, যখন মায়মুনা (রা.)-মৃত্যুপথ যাত্রী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে মিনতি করে বললেন, 'মক্কার বাইরে এক মঞ্জিল দূরের যে স্থানে রসূল করীম (সা.) তাঁবু গেড়েছিলেন এবং যে তাঁবুতে আমি বিবাহের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে প্রথম উপনীত হয়েছিলাম, ঠিক সেই স্থানটিতে যেন আমার কবর বানানো হয় এবং সে কবরেই যেন আমায় সমাধিস্ত করা হয়। (আস্ সিরাতুল হালবিয়া, ৩য় খন্ড পৃঃ ৭৩)।

পৃথিবীতে সত্য ঘটনাও ঘটে থাকে, কিস্‌সা কাহিনীও রচনা করা হয়। কিন্তু সত্য ঘটনা থেকেই হউক, আর কিস্‌সা কাহিনী থেকেই হোক, এই ঘটনার মত এত হৃদয়গ্রাহী এমন গভীর প্রেমের কাহিনী আর কি কেউ শোনাতে পারেন?

কুরআন শরীফ

সূরা আর রা'দ-১৩

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٥﴾

৩৫। তাদের জন্য পার্থিব-জীবনে রয়েছে শাস্তি এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব আরো কঠোর হবে। আর আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে (বাঁচানোর জন্য) তাদের কোন রক্ষাকর্তা নেই।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ ۭ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۭ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۠
وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٦﴾

৩৬। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এর দৃষ্টান্ত হলো (এমন যে), এর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়, এর ফলফলাদি১৪৪৭ এবং এর ছায়া চিরস্থায়ী। যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে, এ হলো তাদের পরিণাম এবং কাফিরদের পরিণাম হবে আগুন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۭ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ
اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۭ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ
مَاٰبِ ﴿٣٧﴾

৩৭। আর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয় এতে আনন্দিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন দলের১৪৪৮ মাঝে এমন লোকও আছে, যারা এর কোন কোন অংশ অস্বীকার করে। তুমি বল, 'আমাকে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করার এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তাঁরই দিকে আমি তোমাদের আহ্বান জানাই এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।'

১৪৪৭। এর অর্থ, ফল কখনো ফুরাবে না। অর্থাৎ বেহেশ্‌তের ফলসমূহে কখনো হেমন্ত আসবে না, ঋতু বিবর্ণ হবে না, কোন সুপ্তাবস্থাও বিরাজ করবে না। জান্নাতের সুখ এবং অনুগ্রহরাজিতে কখনো বিঘ্ন বা বিরতি আসবে না। 'ফল' এবং 'ছায়া' শব্দদ্বয় বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। মু'মিনরা বেহেশ্‌তে আল্লাহ্ তাআলার সকল প্রকার নেয়ামত, তথা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আশিসসমূহ উপভোগ করতে থাকবে।

১৪৪৮। 'আহযাব' অর্থ দলসমূহ অর্থাৎ ঐ সকল লোকের দল যাদের নিকট নবী প্রেরিত হন কিন্তু তারা তাঁকে (আল্লাহ্‌র নবীকে) গ্রহণ করে না।

হাদীস শরীফ

এইড্‌স-এর বিভীষিকা

কুরআন :

'এবং যখন তাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত সেই কথা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আমরা তাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রকার কীট বের করবে যা তাদেরকে যখম করবে। এইজন্য যে, মানুষ আমাদের নিদর্শন সমূহের প্রতি বিশ্বাস করত না' (সূরা নমল : ৮৩)

'দাব্বাহ'-এর এক অর্থ হলো Virus, এই আয়াত ইমাম মাহ্‌দীর যুগের সাথে সম্পর্কিত যখন দুনিয়াবাসী সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন আল্লাহ্ তাআলা এই শাস্তি নাযেল করবেন।

হাদীস :

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যখনই কোন জাতির মধ্যে নির্লজ্জতা প্রকাশ পাবে এবং তারা সেই নির্লজ্জতায় প্রকাশ্যে মগ্ন হবে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের প্লেগ দেখা দিবে (অর্থাৎ সংক্রামক ব্যাধি) এবং তাদের উপর এমন সব মুসিবত নিপতিত হবে যার উদাহরণ তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যেও পাওয়া যাবে না' (সুনানে ইবনে মাজাহ)।

ব্যাখ্যা :

বর্তমান যুগে Aids ব্যাধির খুব প্রসার হচ্ছে। এই মড়ক ব্যাধি দেখা দেয়ার পর থেকে চিকিৎসকগণ এবং পশ্চিমাদেশগুলি ভীষণ আতঙ্কিত। চিকিৎসকগণ Aids -কে এক ধরণের প্লেগ হিসেবে বিবেচিত করেছেন। করাচীর বহুল প্রকাশিত পত্রিকা 'জং' ৪ অক্টোবর ১৯৮৫ সনে লিখেছে, বিশেষজ্ঞগণ এবং চিকিৎসকগণ Aids ব্যাধিকে এই শতাব্দীর নতুন প্লেগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বাস্তবে এই সংক্রামক ব্যাধির মূল কারণ হলো–নগ্নতার পসার ঘটা এবং যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য এই শাস্তি নির্ধারিত করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদীসটি আমাদের সংবাদ দিচ্ছে, হযরত রসূল করীম (সা.) আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, এক যুগ এমন আসবে যখন যৌন ব্যাভিচারের কারণে এক জাতি এরকম এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে যার উদাহরণ পূর্বের কোন জাতিতে পাওয়া যাবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে তার সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ হিন্দুস্থানে প্লেগের নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যা খোদা তা'লা তাঁর সত্যতার নিদর্শন হিসেবে প্রকাশ করে দেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৭ সনে আবার ভবিষ্যদ্বাণী করেন–খোদা তাআলা আমাকে বলেছেন, কোন এক সময়ে ইউরোপে এবং অন্যান্য খৃষ্টান দেশগুলিতে এক ধরণের প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে যা খুবই ভয়ঙ্কর হবে।" (তাযকিরা, ৭০৫ পৃ:)

তিনি এটা বলেন নি যে, প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে বরং বলেছেন, এক ধরণের প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই Aids-কে খোদার তরফ থেকে এক নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

Aids নামক ব্যাধি আফ্রিকা থেকে শুরু হয়েছে এবং আফ্রিকার ঐ অঞ্চল থেকে যার সকল অধিবাসী খৃষ্টা-ধর্মাবলম্বী। খোদার অপূর্ব কার্য-লীলা যে, মুসলিম দেশসমূহ তাঁর ফযলে বিশেষভাবে রক্ষিত। হযরত রসূল করীম (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী দু'টি অপূর্ব শানের সাথে পুরা হয়েছে। এই ব্যাধি আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় বিস্তার লাভ করেছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে, এই ব্যাধি ছড়িয়ে পরার দিক থেকে আমেরিকা অপর সবদেশকে পিছনে ফেলে দিবে। তার কারণ–যত নির্লজ্জতা ও যৌন ব্যভিচার আমেরিকাতে চলছে, অন্য কোন দেশে তা নেই।

Aids *ব্যাধির ধ্বংসলীলা*

Aids এর ধ্বংসলীলার যে সমস্ত খবর সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হচ্ছে :

(১) আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে গত বছর ৭৬৫০০ জন Aids রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এই সংখ্যা ১৯৮৬ এর তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বেশী। নিউইয়র্কের মেয়েরা বলে, শহরের ৭০ লক্ষ লোক এ ব্যাপারে খুবই আতঙ্কিত (জং পত্রিকা, ৩০ জানুয়ারী, ১৯৮৮)

(২) অষ্ট্রেলিয়াতে এ যাবৎ ৩৮২ জন Aids রোগে-আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আরও ৭২২ জনের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা এই রোগে ভুগছে। (জং পত্রিকা, ২৬ জানুয়ারী, ১৯৮৮)

(৩) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, এ বছর ফেব্রুয়ারীতে ৭৭২৬৬ রোগীর নাম রেজিষ্টারে লেখা হয়েছে আর সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ হলো আমেরিকা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ব্রাজিল, কানাডা, উগান্ডা এবং তাঞ্জানিয়া। সংস্থা বলেছে, এ পরিসংখ্যান সঠিক নয় কারণ অনেক দেশ এ যাবত তাদের দেশে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর পরিসংখ্যান আমাদেরকে পাঠায়নি। (জং পত্রিকা, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮)

(৪) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও জানায়, দুনিয়াতে প্রায় দেড় লক্ষ "এইডস"-এর রোগী আছে এবং এ বছরের শেষ নাগাদ এই সংখ্যা তিন লাখে পরিণত হবে। (জং পত্রিকা, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮)

আজ এই ব্যাধি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো খোদার দিকে ধাবিত হওয়া, তাঁর আশ্রয় চাওয়া, এবং তাঁর প্রদর্শিত পথকে অবলম্বন করা। নেকী এবং তাক্‌ওয়া-ই হলো এই সংক্রামক ব্যাধি থেকে বাঁচার পথ এবং প্রতিরোধক, আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এই সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং হিসাব-নিকাশ দিবসকে স্মরণ রেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। সে মুহূর্তকে ভয় করা উচিত যখন পাপাচারীদের আক্ষেপ চরম পর্যায়ে পৌঁছুবে আর সীমালঙ্ঘনকারীদের চেহারা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হবে। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি, শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর) এবং তৃতীয় জন অর্থাৎ হযরত যুন্নুরাঈন [অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.)]-কে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর অগ্রসেনানী হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন।

সুতরাং যে তাঁদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে না বরং তাদেরকে অপমান ও গালমন্দ করতে উদ্যত হয় এবং তাঁদের ওপর নোংরা আক্রমণ করে আমি এমন ব্যক্তির অশুভ পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হবার আশংকা করি। যারা তাদের কষ্ট দেয়, অভিসম্পাত বর্ষণ করে, ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে–পরিণতিতে এমন লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং তারা পরম করুণাময়ের ক্রোধভাজন হয়। এটি আমার বারবারের অভিজ্ঞতা এবং একথা আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শত্রুতা, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সবচেয়ে বড় কারণ। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইহজগতের মোহে ও ইহজাগতিক কামনা-বাসনার অধীনস্ত করে দেন এবং সে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ভয়াবহ খাদ ও গহ্বরে পতিত হয় যা তাকে গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করে, ফলে তার বোধবুদ্ধি লোপ পায়। তাঁদেরকে (অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফাকে-অনুবাদক) নবীদের ন্যায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং রাসূলদের মত অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যে রাসূলদের উত্তরাধিকারী তা সাব্যস্ত হলো এবং যুগে যুগে আগত ইমামদের ন্যায় বিচার দিবসে তাঁদের পুরস্কারও অবধারিত হয়ে গেল। কেননা ***যদি কোন মু'মিনকে বিনা দোষে অভিসম্পাত করা হয়, কাফের আখ্যা দেয়া হয়, নোংরা নামে ডাকা হয় এবং অকারণে গালি দেয়া হয় তাহলে এমন মানুষ নবী ও মনোনীতদের সদৃশ হয়ে যান। তাঁকে নবীদের মত পুরস্কৃত করা হবে এবং তিনি রাসূলদের মতই পুরস্কার পাবেন।*** সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মান ও মহিমার অধিকারী খোদার প্রশংসানুসারে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন এবং সব মনোনীত লোকের ন্যায় তাঁদেরকেও তিনি তাঁর ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

[সির্‌রুল খিলাফাহ্ (বাংলা সংস্করণ) ২০-২১ পৃঃ থেকে উদ্ধৃত]

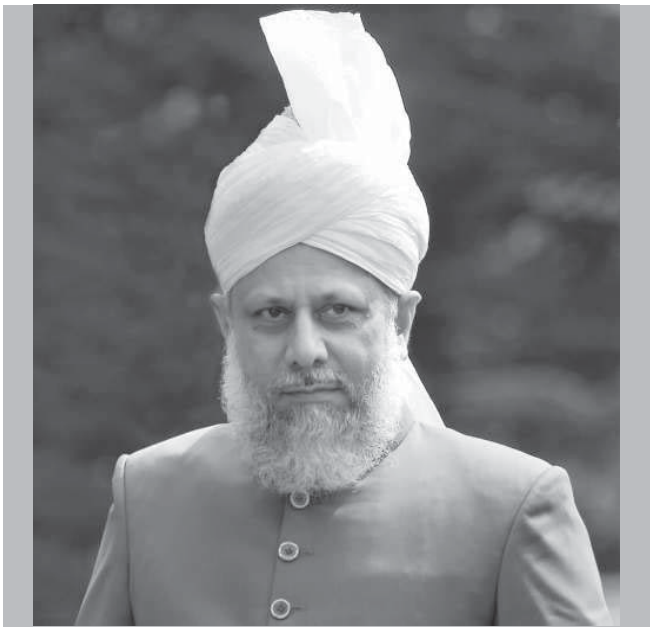

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২ ডিসেম্বর ২০১১-এর (২ ফাতাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

আহমদীয়াত-সকল মুসলমানদেরকে একত্রীকরণেরই অপর নাম

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

মুসলমানদের মধ্যে মওলানা নামধারী এক শ্রেণীর আলেম আছে যাদের কাজই হচ্ছে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা এবং না জেনে না বুঝে আহমদীয়াতের বিরোধিতা করা। অনেক এমনও আছে ধর্মের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই আর এরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা কেবল ঈদের নামায পড়ে আর বেশি হলে কখনো কখনো জুমুআর নামাযে চলে আসে।

আবার এমন লোকও আছে যারা ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার কঠোরতাকে পছন্দ করে না এবং মৌলভীদের তরফ থেকে যে কুফরি ফতওয়া আরোপ করা হয় তা অপছন্দ করা সত্ত্বেও ভয়ে মুখ খুলে না। আরো একটি শ্রেণী আছে, যারা ইসলাম বা ধর্মের বেশী জ্ঞান রাখে না ঠিকই কিন্তু ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয় বা আপত্তি করা হয় তবে তার সদুত্তর দেয়া আবশ্যক জ্ঞান করে আর তাদের কোন ভাবে প্রতিহত করা ও তাদের মুখ বন্ধ করা উচিত বলে মনে করে।

তারা চান, মুসলমানদের সকল ফিরকা সম্মিলিতভাবে ইসলামের শত্রুদের এবং দাজ্জালের কর্মকান্ড প্রতিহত করুক। এ দলে পাক-ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরাও আছে, আরব বিশ্বের মুসলমানরাও আছেন এবং (পৃথিবীর) অন্যান্য দেশের মুসলমানরাও রয়েছেন। তাদের কথা হলো, তারা ইসলামকে কোন ফিরকার নামে নয় বরং শুধুমাত্র ইসলাম নামে দেখতে চায়। তাদের পক্ষ থেকে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়, ইসলাম ধর্মে দলাদলির কোন কমতি ছিল কি যে, আপনারা আর একটি নুতন ফিরকা বানালেন? তারা আমাদেরকে বলছেন, আপনাদের ভেতর ইসলামের প্রতি যদি সত্যিকার সহানুভূতি থাকে তাহলে মুসলমানদেরকে ফিরকাবাজি বা দলাদলি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করুন।

সর্বপ্রথম আমি এমন প্রশ্নকারীদের ধন্যবাদ জানাব, কৃতজ্ঞতা জানাব কারণ তারা কমপক্ষে আমাদেরকে মুসলমানদের একটি ফিরকা মনে করেন, মুসলমান মনে করেন। না জেনে না বুঝে কুফরি ফতওয়া আরোপ করেন নি। এমন লোকদের কাছে আমি আবেদন জানাব, আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীয়ে মওহুদ (যুগ মাহ্‌দী) করে এজন্য পাঠিয়েছেন যেন সকল ফিরকার পরিসমাপ্তি ঘটে।

যেসব মুসলমানরা আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে হযরত নবীয়ে করীম (সা.)-এর সালাম পৌঁছাচ্ছেন তারা বিভিন্ন ইসলামী ফিরকার মধ্য হতে এসে স্ব-স্ব ফিরকাকে বিদায় জানিয়ে খাঁটি ইসলামের মূল শিক্ষার উপর আমল করার উদ্দেশ্যেই আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের হৃদয় দুয়ার খুলে দিয়েছেন, তারা দলাদলি জলাঞ্জলি দিয়ে প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারা সেই ন্যায় বিচারক ও মিমাংসাকারীর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন যাঁর সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য হলো, যেসব ভ্রান্ত কথা, শিক্ষা এবং বিদাত বিভিন্ন ফিরকায় অনুপ্রবেশ করেছে সে

গুলোকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে সংশোধন করা।

সেগুলোকে যেন প্রকৃত কুরআনের শিক্ষার আলোকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। আল্লাহ্ প্রেরিত সেই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রদত্ত সুশিক্ষার কারণেই আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক কলেমা পাঠকারীকে মুসলমান মনে করে।
কোন মুসলমানের মুসলমান হওয়ার জন্য পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' পাঠ করাই যথেষ্ট আর হাদীস থেকেও এটিই প্রমাণিত। পক্ষান্তরে অন্য ফিরকাগুলোকে দেখুন! তাদের সবাই পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া প্রদান করে।

অতএব ইসলাম-দরদীদের এটি ভুল ধারণা যে, ইসলাম ধর্ম পূর্বেই এত ফিরকায় বিভক্ত, এর মধ্যে আহমদীয়া জামাত আবার একটি নুতন ফিরকা গঠন করে আরেকটি ফাসাদের ভিত্তি রেখেছে। এটি তাদের ভুল ধারণা আর কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন ফিরকার বই-পুস্তক পড়ে দেখুন! সেখানে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়ার বিশাল স্তুপ দেখতে পাবেন। আহমদীয়া জামাতের বই-পুস্তক যদি পড়েন তাহলে সেখানে ইসলামের ওপর বিধর্মীদের আক্রমনের খন্ডন দেখতে পাবেন বা মুসলমানদের কাছে এই আবেদন দেখবেন যে, কাফির ফতওয়া দেয়ার মত বিষাক্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুন আর ইসলামের সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান অথবা এটি দেখবেন, আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য আমাদের কি করা উচিত। অথবা আমাদের এ বিষয়ের প্রতি তাগিদ দৃষ্টিগোচর হবে যে, পৃথিবীতে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং আপোসের জন্য আমাদের কি করা উচিত আর ঘৃণার অঙ্গারকে নির্বাপিত করার জন্য আমাদের কি করা উচিত অথবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণের পদমর্যাদা কি ছিল এ বিষয়টি তাতে দেখা যাবে। তাঁদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় নক্ষত্র ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব মর্যাদা ছিল।

কাজেই আহমদীয়া জামাতের সাহিত্যে কুফরী ফতওয়ার পরিবর্তে এমন অনিন্দ সুন্দর কথা দৃষ্টি গোচর হয়। যেভাবে আমি বলেছি, (তাদের বই পুস্তকে) কুফরী ফতওয়ার স্তুপ দেখতে পাবেন। যেকোন ফিরকার ফতওয়ার বই নিয়ে দেখুন তাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে এ সবই দেখতে পাবেন।

সাহাবাদের পদমর্যাদা সংক্রান্ত শেষ কথাটি আমি নিচ্ছি? যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন, ইসলামে প্রধান দল দু'টি হলো শিয়া ও সুন্নি। এরা আবার বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত। এরা উভয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে মহানবীর সেসব সাহাবী যারা প্রাথমিক যুগে অগণিত কুরবানী করেছেন তাঁদের মর্যাদাকে হেয় করতেও কোনরূপ কুণ্ঠা করেনি। বাড়াবাড়ির কারণে এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়াও দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে। একপক্ষ যদি অতিরঞ্জন করে হযরত আলী এবং হযরত হোসাইন এর মর্যাদাকে অত্যাধিক বাড়িয়ে উপস্থাপন করে অন্য পক্ষ প্রথম সারির সাহাবাদের এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এর মর্যাদাকে চরম নির্দয়ভাবে খাটো করার চেষ্টা করেছে, প্রত্যুত্তরে প্রথম পক্ষও সীমালঙ্ঘনে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। অতঃপর যেভাবে আমি বলেছি, এই বড় দলগুলোর অসংখ্য উপদল রয়েছে যা আরও একটি নৈরাজ্যের কারণ হয়ে আছে।

মনে হচ্ছে তাদের সকলের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে সহিংস, ফতওয়াবাজ আর বিশৃঙ্খলাবাদী ধর্ম সাব্যস্ত করা। কিন্তু যেমন আমি এখনই বর্ণনা করেছি, আহমদীয়া জামাতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের সৌন্দর্য ও অনিন্দ-সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করা। এ কারণে আহমদীয়া জামাতকেও ঐসব দল এবং ফিরকার মত মনে করা– আহমদীয়া জামাতের প্রতি একটি অন্যায়। বর্তমানে আমরা মহররম মাস অতিক্রম করছি আর প্রত্যেক বছর আমরা এ মাস অতিক্রম করে থাকি। যেসব দেশে শিয়া ও সুন্নির সংখ্যা বেশি সেখানে মহররম মাসে উভয়ের পক্ষ থেকে জীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে দেখা যায়। পাকিস্তান হোক বা ইরাক অথবা অন্য কোন দেশ হোক সর্বত্র আমরা এটিই দেখে থাকি, মহররম মাসে কোন না কোন বিশৃঙ্খলা সংগঠিত হয়ে থাকে, জীবন এবং সম্পদের ক্ষতি সাধন করা হয়ে থাকে। যদিও এ ক্ষতি এখন প্রাত্যহিক বিষয় তথাপি মহররমে বিশেষ ভাবে বেশি হয়ে থাকে। যেভাবে আমি বলেছি, এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়ার স্তুপ সৃষ্টি করে রেখেছে এ বিষয়ের প্রতি যখন আমি দৃষ্টি দিলাম তখন অনেক তথ্য একত্রিত হয়ে গেছে। কিন্তু এতো বেহুদা ফতওয়া ও গালমন্দে তা ভরা যে, উদাহরণ স্বরূপও এখানে তা উপস্থাপনও করা যাবে না। আজ আমি কেবল এ যুগের ন্যায় বিচারক ও সত্যিকার মিমাংসাকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদীর প্রজ্ঞাপূর্ণ কতক উদ্ধৃতি যা তিনি (আ.) খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং হযরত আলী ও ইমাম হোসাইন প্রমূখদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন তা উপস্থাপন করতে চাই। যাতে বুঝা যায় যে, কত সুন্দরভাবে তিনি (আ.) বিশৃঙ্খলার মূলকে নিমূল করার চেষ্টা করেছেন। যখন আমি এ উদ্ধৃতিগুলো একত্রিত করিয়েছি তখন এগুলো শত শত পৃষ্ঠায় দাঁড়ায়। কিন্তু এখন সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে কেবল কয়েকটি (উদ্ধৃতি) আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আহমদীয়া জামাতে বিভিন্ন ফিরকা থেকে আগত আহমদী সদস্যরা আছেন যাদের এখনও সঠিকভাবে তরবিয়ত হয়নি তাদেরও এসব উদ্ধৃতি শোনা আবশ্যক।

আমি আরো কিছু লোকের উদাহরণ দিয়ে ছিলাম যারা অনেক সময় এমটিএ দেখেন অথবা আমার খুতবা শুনেন আর এসব দেখে জামাতের প্রতি আকৃষ্ট হয় অথবা ইসলামের প্রতি সহানুভূতি রাখেন। এসব লোকদের মনে প্রশ্ন জাগে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতও হয়তো অপরাপর ফিরকার মতই একটি ফিরকা। তাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরা আবশ্যক যেন তারা জানতে পারে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসলে বিভিন্ন ফিরকাকে ঐকবদ্ধ করতে এবং সব ধরনের অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত করতে এসেছেন।
আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মুসলমানদের ঐকবদ্ধ করার

দায়িত্ব অর্পণ করে ইলহামের মাধ্যমে জানান, 'পৃথিবীতে বসবাসকারী সব মুসলমানদের একই ধর্মে একত্রিত কর'। তাই তিনি এসেছেন সব মুসলমানদের এক হাতে ও এক ধর্মে ঐকবদ্ধ করার জন্য। আমি যেভাবে শুরুতে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। তাই প্রথমে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন এক উদ্ধৃতি পাঠ করছি যেখানে খোলাফায়ে রাশেদীনদের পথে পরিচালিত হওয়াকে তিনি মু'মিন ও মুসলমান হওয়ার চিহ্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), ওসমান (রা.) ও আলী (রা.)-এর রঙ ধারণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান বলে অভিহিত হতে পারে না'। তাঁরা পৃথিবীকে ভালবাসতেন না বরং খোদার রাস্তায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পদমর্যাদা সম্পর্কে তিনি সিররুল খিলাফা পুস্তকের (বঙ্গানুবাদের-২১-২২) ৩২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, আরবী বই হবার কারণে আমি সকালে উদ্ধৃতিগুলো মূল বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বরসহ আরবী অনুবাদকদের দিয়েছি যাতে অনুবাদ করতে সুবিধা হয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মূল বাক্যাবলী আরববাসীদের সামনে তুলে ধরা হলে তা বেশি প্রভাব সৃষ্টি করবে। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অনুবাদক আরবী হলেও সেই মানে পৌঁছাতে পারবে না।

তিনি (আ.) বলেন 'খোদার কসম! তাঁরা এমন বীরপুরুষ যারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.)-এর সাহায্যের জন্য মৃত্যুপুরীতে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। তাঁরা খোদার খাতিরে নিজ পিতা, পিতামহ ও সন্তান-সন্তুতিকে পরিত্যাগ করেছেন এবং ধারালো তরবারি দিয়ে তাদেরকে টুকরো টুকরো করেছেন এবং তারা প্রিয়জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের শিরোচ্ছেদ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করা সত্ত্বেও স্বীয় কর্মকে তুচ্ছ মনে করে কাঁদতেন ও অনুশোচনা করতেন। বিশ্রামের জন্য আপন সত্তাকে সামান্য অধিকার প্রদান করা ছাড়া তাদের চোখ সুখনিদ্রা যাপনের জন্য কমই বন্ধ হতো আর তারা মোটেও আরাম প্রিয় ছিলেন না। তোমরা কীকরে একথা ভাবতে পারো যে, তাঁরা অত্যাচারী ও আত্মসাৎকারী ছিলেন, সুবিচার করতেন না বরং অত্যাচার নিস্পেষণ করতেন? তাঁরা যে কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র সন্নিধানে সেজদাবনত এবং আত্মবিলীন করে রেখে ছিলেন তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত'। (সিররুল খিলাফাহ্, বঙ্গানুবাদের পৃ:২১-২২)

অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদের সব কিছু হযরত নবী করীম (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন এবং তাঁরা আল্লাহ্‌তে বিলীন ছিলেন।

পুনরায় তিনি (আ.) হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে সিররুল খিলাফাহ্ পুস্তকের ৪৯ নাম্বার পৃষ্ঠায় লিখেন, 'তিনি (রা.) একজন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী, নম্র স্বভাবের অধিকারী ও দয়ার্দ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে ও দারিদ্রের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। অতি ক্ষমাশীল, স্নেহশীল ও দয়ালু ছিলেন, তাঁর ললাটের জ্যোতি দেখেই তাঁকে চেনা যেতো। মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আত্মার সাথে তাঁর আত্মা একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা এমন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল যা তাঁর নেতা আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আচ্ছন্ন করেছিল। রসূলুল্লাহ্‌র জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর মহান কল্যাণ ধারায় তিনি নিজেকে বিলীন করেছিলেন। কুরআনের বুৎপত্তি অর্জন ও নবীনেতা ও মানবতার গর্ব মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে তিনি সকল মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ এবং ঐশী রহস্যাবলী যখন তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি ইহজাগতিক বন্ধন ছিন্ন ও দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে প্রেমাস্পদের রঙে রঙ্গীন হয়ে যান এবং শুধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে নিজের সব চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দেন। তাঁর প্রাণ জাগতিক কৌলুষ থেকে মুক্ত হয়ে এক সৎ ও অদ্বিতীয় সত্তার রঙে রঙ্গীন হয় আর বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজেকে তিনি বিলীন করেন। সত্যিকারের ঐশী প্রেম যখন তাঁর সব শিরা-উপশিরা ও হৃদয়ের গভীরতম স্থানে এবং তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নিল, তাঁর কথা-কাজ ওঠা-বসায় সে প্রেমের জ্যোতি যখন প্রকাশ পেতে লাগলো তখন তাঁকে 'সিদ্দীক' নাম দেয়া হলো'। অর্থাৎ যখন তিনি মহানবী (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণাঙ্গীনভাবে বিলীন হয়ে গেলেন তখন তিনি সিদ্দীক উপাধি পেলেন। এই হলো তাঁর মর্যাদা।

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কেন ও কীভাবে এই পদমর্যাদা অর্জন করলেন তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি মোকামে সিদ্দীকিয়াত বা সিদ্দীক পদমর্যাদার বিস্তারিত চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে সিদ্দীক উপাধি দিয়েছেন তখন আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, তার মাঝে কী কী অনন্য বৈশিষ্ট্য বা পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান ছিল। মহানবী (সা.) এ-ও বলেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর অন্তরের অন্তঃস্থলে বিদ্যমান গুণের কারণেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে, প্রকৃত পক্ষে হযরত আবু বকর (রা.) যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। সত্য কথা হলো, প্রত্যেক যুগে যে-ই সিদ্দীকের গুণাবলী অর্জনের আকাঙ্খা করবে তার আবু বকরী বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিজের মাঝে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা, সাধনা এবং এরপর যথাসাধ্য দোয়া করা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত আবু বকরীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ গ্রহণ না করবে এবং সেই রঙে রঙ্গীন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দীকী পরাকাষ্ঠা অর্জিত হতে পারে না'। তিনি (আ.) বলেন, আবু বকরীয় প্রকৃতি কী? এখন এর উপর বিশদ আলোচনা এবং বর্ণনার সময় নয় কেননা এর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তিনি (আ.) বলেন, 'আমি সংক্ষিপ্তভাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করে দিচ্ছি তাহলো, মহানবী (সা.) যখন নবুওয়তের দাবী করলেন তখন আবু বকর (রা.) বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি (রা.) যখন ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যেই এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো, তিনি সেই ব্যক্তির কাছে মক্কার সার্বিক খবরা খবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, কোন নতুন খবর থাকলে শোনাও'। নিয়ম হলো

মানুষ যখন সফর থেকে ফিরে আসে আর পথে কোন স্বদেশী লোকের সাক্ষাত হয় তার কাছে স্বদেশের অবস্থা জানতে চায়। 'সেই ব্যক্তি উত্তরে বলল, নতুন খবর হলো, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) নবী হবার দাবী করেছে। তিনি শোনা মাত্রই বললেন, যদি তিনি (সা.) এ দাবী করে থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি সত্য। এই একটি ঘটনা দ্বারাই জানা যায় মহানবী (সা.)-এর সম্পর্কে তাঁর কত ভাল ধারণা ছিল। কোন নিদর্শনের প্রয়োজন পড়েনি। প্রকৃত কথা হলো, মোজেজা কেবল সে ব্যক্তিই চায় যে দাবীকারকের অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত। যেখানে কোন সংকোচ বা দ্বিধা থাকে এবং অধিক জানার প্রয়োজন হয় সেখানে মোজেজার দরকার হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি দাবীকারকের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে তার মোজেজার কী প্রয়োজন? মোটকথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের দাবী শোনামাত্রই ঈমান এনেছিলেন। এরপর মক্কায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নবী হবার দাবী করেছেন? মহানবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ তুমি ঠিকই শুনেছ। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন! আমি আপনার প্রথম মুসাদ্দীক বা সত্যায়নকারী। তাঁর এমন বলা শুধু কথার কথা ছিল না বরং তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। আর তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা পালন করে গেছেন এবং মৃত্যুর পরও তা তাঁর সাথে যুক্ত রয়েছে'।

অতঃপর সেই বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, 'একদা কতিপয় শত্রু মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে একা পেয়ে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে তা পেঁচাতে আরম্ভ করে। এমনকি তিনি (সা.) প্রায় মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যান। এমতাবস্থায় হঠাৎ আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁকে (সা.) মুক্ত করেন। এ কারণে শত্রুরা আবু বকর (রা.)-কে বেদম প্রহার করে, তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান'।

তারপর উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর অনেক বড় আরেকটি অনুগ্রহের উল্লেখ করতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-র আয়াত

مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

থেকে যুক্তি প্রদান করা সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। যদি এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটি হতো যে, পূর্ববর্তী নবীদের মধ্য থেকে কতিপয় নবী খাতামান্ নবীঈন (সা.)-এর যুগের পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন আর কতক করেন নি তাহলে এ আয়াত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। কেননা একটি অসম্পূর্ণ প্রমাণ যা সর্বব্যাপি নিয়ম হিসেবে কাজ করে না এবং অতীতের সবাইকে বৃত্তের ন্যায় পরিবেষ্টন করে না তা কোনভাবে দলিল বা প্রমাণ আখ্যা পেতে পারে না। তাই হযরত আবু বকর (রা.)-এর বরাতে এই যুক্তি প্রদান করা বৃথা প্রমাণিত হয়। স্মরণ রাখার বিষয় হলো, হযরত আবু বকর (রা.) পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূলের ইন্তেকালের ব্যাপারে যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা কোন সাহাবীই অস্বীকার করেন নি। অথচ তখন সকল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই শুনে নিরব থাকেন। এ থেকে প্রমাণ হয় এ বিষয়ে সাহাবাদের ইজমা হয়েছে। সাহাবাদের ইজমা একটি শক্তিশালী প্রমাণ আর তা মিথ্যা বা ভ্রষ্টতা সম্পর্কে হতে পারে না।

অতএব এ উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.) যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার একটি হলো, ভবিষ্যতে যে ভ্রান্তি প্রকাশ পাওয়ার ছিল তা থেকে বাঁচার জন্য স্বীয় খিলাফতকালে সত্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন এবং ভ্রষ্টতার বন্যার সামনে এরূপ এক বাঁধ বেঁধে দিয়েছেন যে, যদি এ যুগের মৌলভীদের সাথে সকল জিনেরাও যোগ দেয় তবুও এই বাঁধকে ভাঙ্গতে পারবে না। কাজেই আমরা দোয়া করছি, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি সহস্র সহস্র আশিস বর্ষণ করুন। যিনি খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে এ বিষয়ের মিমাংসা দিয়ে গেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। আরো একটি নৈরাজ্য দূর করার ক্ষেত্রেও হযরত আবু বকর (রা.) মহান ভূমিকা রয়েছে। সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'এমন মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হয়েছেন যখন মুসাইলামা অন্যায় ভাবে লোকদেরকে সমবেত করেছিলো। মানুষ হয়ত ধারণা করতে পারে, এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁকে (রা.) কিরূপ কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। যদি তিনি দৃঢ়চিত্ত না হতেন এবং নবী করিম (সা.)-এর ঈমানের দৃঢ়তা তাঁর মাঝে না থাকতো তাহলে খুবই সমস্যা হত এবং তিনি ঘাবড়ে যেতেন। কিন্তু সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর ছায়ার অধীনে ছিলেন আর তাঁর ছায়ায় জীবন কাটাতেন, তাঁর (সা.)-এর চরিত্রের ছাপ তার মাঝে ছিল এবং তার হৃদয় বিশ্বাসের আলোতে পরিপূর্ণ ছিল। এ কারণে তিনি সেই সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন, মহানবী (সা.)-এর পর এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর (রা.) জীবন ছিল ইসলামের জীবন। এটি এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। সেই যুগের অবস্থা জেনে নাও এবং এরপর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের যে সেবা করেছেন সে সম্পর্কে ধারণা নাও। আমি সত্যিই বলছি, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম ছিলেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, যদি মহানবী (সা.)-এর পর আবু বকর না থাকতেন তাহলে ইসলামও থাকতো না। এটি আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অনেক বড় অনুগ্রহ, তিনি দ্বিতীয় বার ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বীয় ঈমানী শক্তির বলে সকল বিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন এবং অঙ্গীকার করেছেন, আমি সত্য খলীফার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব; এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত আবু বকরের খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। আর সর্গ-মর্ত্য ব্যবহারিকভাবে সেই সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এটি হলো সিদ্দীকের সংজ্ঞা অর্থাৎ তাঁর মাঝে নিষ্ঠা ও পরাকাষ্ঠা এই মানের হওয়া চাই'।

অতঃপর হযরত ওমর (রা.)-এর রসূল প্রেম ও তাঁর নিষ্ঠা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'একবার হযরত ওমর (রা.) তাঁর (সা.) ঘরে গেলেন [অর্থাৎ হুযূর (সা.)-এর ঘরে গেলেন এবং দেখলেন] ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই এবং হুযূর (সা.) একটি মাদুরে শায়িত আছেন এবং মাদুরের ছাপ হুযূর (সা.)-

এর পিঠে দৃশ্যমান। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা.) কেঁদে উঠেন। তিনি (সা.) বলেন, হে ওমর! তুমি কাঁদছো কেন? হযরত ওমর (রা.) বলেন, আপনার কষ্ট দেখে আমার কান্না এসে গেলো। পারস্য এবং রোমের অবিশ্বাসী বাদশাহ্‌রা বিলাসিতার মাঝে জীবন যাপন করছে আর আপনি এত কষ্টে জীবন কাটাচ্ছেন! তখন হুযূর (সা.) বলেন, এ পার্থিব জগতের সাথে আমার সম্পর্কই বা কি? আমার দৃষ্টান্ত প্রচন্ড উত্তাপে সফরকারী এক উষ্ট্রারোহীর যে দুপুরের প্রচন্ড তাপের সময় একটি উটে সফর করছিল। যখন প্রচন্ড তাপক্লিষ্ট ছিল তখন সে বাহনে উপবিষ্ট অবস্থায় সামান্য বিশ্রামের জন্য একটি গাছের ছায়ায় ক্ষণকালের জন্য যাত্রা বিরতি করে আর কয়েক মিনিট পর সেই উত্তপ্ত আবহাওয়ার ভেতর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করলো'।

হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা সম্বন্ধে অপর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'সাহাবাদের মাঝে হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা যে কতটা উচ্চমার্গের তা জানো কি? অনেক সময় তাঁর (রা.) দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হতো এবং তাঁর সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, শয়তান ওমর (রা.)-এর ছায়া দেখে পালিয়ে যায়'। অপর একটি হাদীসে এসেছে, 'আমার পর যদি কেউ নবী হতো তবে সে ওমর-ই হতো'। আরও একটি হাদীসে এসেছে, 'পূর্বের উম্মতের মাঝেও মুহাদ্দিসগণ ছিলেন তবে এ উম্মতের মুহাদ্দিস হলেন ওমর (রা.)'।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, 'কোন কোন সময় কোন ভবিষ্যদ্বাণী যা একবার-ই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হয় তা যদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে থাকে অথবা কোন অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যেমন কিসরা (ইরানী সাম্রাজ্য) ও কায়সারের (রোমান সাম্রাজ্য) ধন-ভান্ডারের চাবি তাঁর (সা.) হাতে রাখা সম্পর্কিত আমাদের নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। অথচ এটি সুবিদিত বিষয় যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার পূর্বে মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেছিলেন, আর তিনি (সা.) না কিসরা ও কায়সারের ধন-ভান্ডার দেখেছেন আর না-ই এগুলোর চাবি দেখেছেন কিন্তু উক্ত চাবিসমূহ হযরত ওমর (রা.)'র লাভ করা অবধারিত ছিল; কেননা হযরত ওমর (রা.)-এর সত্তা প্রতিচ্ছায়া রূপে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সত্তাই ছিল তাই ওহীর জগতে হযরত ওমর (রা.)-এর হাত মহানবী (সা.)-এর হাত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে'।

অপর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের কল্যাণে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিরাপদ নয়। ইসলামের সূচনাতে উক্ত বিষয়টির দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এক ব্যক্তি যে কুরআন করীমের কাতেব (লিপিকার) ছিলো, নবীজীর আধ্যাত্মিক জ্যোতির সান্নিধ্যের কারণে ইমাম অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন আয়াত লিখাতে চাইতেন অনেক সময় পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াত তার প্রতিও ইলহাম হতো। একদিন সে চিন্তা করল, আমার মাঝে আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে কীইবা পার্থক্য? কেননা আমার প্রতিও ইলহাম হয়! এরূপ ভ্রান্তির ফলে সে ধ্বংস হল এবং লেখা আছে যে, কবরও তাকে ছুঁড়ে বাইরে নিক্ষেপ করেছে'। মারা গেছে, দাফন করা হয়েছে এবং কবর তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে যেভাবে বালাম বাউলকে ধ্বংস করা হয়েছিল। সে-ও তার পুণ্য এবং ওহীর কারণে এমন আত্মশ্লাঘার শিকার হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, 'হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতিও ইলহাম হতো। তিনি নিজ সত্তাকে কিছুই মনে করতেন না আর প্রকৃত নেতৃত্ব যা উর্ধ্বলোকের খোদা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার অংশীদার হতে লালায়িত ছিলেন না বরং এক তুচ্ছ চাকর ও দাস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাই খোদা তা'লার কৃপা তাঁকে ঐশী নেতৃত্বের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত করেছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মোকাবেলায় তিনি নিজেকে অতি নগন্য মনে করতেন আর তখন আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ ও আশিস বর্ষণ করে তাঁকে খলীফা অর্থাৎ নবীর খলীফা বানিয়েছেন'।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের ৩২৬ পৃষ্ঠায় বলেন, 'আমার প্রভু আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ও হযরত উসমান (রা.) শান্তিপ্রিয় এবং বিশ্বাসী-মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে আল্লাহ্ প্রাধান্য দিয়েছেন এবং রহমান খোদার বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তাঁদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে। তাঁদের প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। মহামহিমান্বিত খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন আর প্রতিটি রণক্ষেত্রের ভয়াবহতম স্থানে যুদ্ধ করেছেন। গ্রীস্মকালীন দুপুরের খর দাবদাহ বা শীতের রাতের তীব্র শীতের প্রতি তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেন নি বরং সদ্য যৌবনে উপনীত যুবকের প্রেমাসক্তির ন্যায় ধর্মপ্রেমে তাঁরা আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হননি বরং বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক খোদার ভালবাসায় সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের কাজে এক প্রকার সুবাস এবং তাঁদের কর্মে বিভিন্ন ধরনের সৌরভ ছিল যা তাঁদের সুমহান মর্যাদা এবং তাঁদের বাগান-সদৃশ পুণ্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যার প্রভাত সমীরণ নিজ সৌরভের মাধ্যমে তাঁদের অজানা অবস্থানের প্রতি দিক-নির্দেশ করে আর তাঁদের জ্যোতি স্বীয় ঔজ্জ্বল্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। কাজেই তাঁদের পুণ্য যে আলো বিকিরণ করেছে তার ঔজ্জ্বল্যের নিরিখে তাঁদের সুমহান ধৈর্যের বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হও'।

পুনরায় তিনি (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, 'এ বিশ্বাস আবশ্যকীয়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত যুনুরাইন অর্থাৎ হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.) সকলেই প্রকৃত অর্থে ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যিনি ইসলামের দ্বিতীয় আদম ছিলেন, একইভাবে হযরত ওমর ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের প্রকৃত আমানতদার না হতেন তাহলে আজকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বলে আমাদের দাবী করতে অসুবিধা হতো'।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সিররুল খিলাফাহ পুস্তকের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, 'রহমান

খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় লোকদের মাঝে তিনি (রা.) ছিলেন একজন অতি বিশুদ্ধচিত্ত খোদাভীরু মানুষ, সর্বোৎকৃষ্ট বংশ ও যুগের নের্তৃস্থানীয় মানুষ, প্রবল শক্তিধর খোদার বিজয়ী সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীর যুবক, দানশীল, পবিত্র হৃদয় এবং এমন অসাধারণ সাহসী যে গোটা শত্রুবাহিনী তাঁর মুখোমুখি হলেও রণাঙ্গণই হতো তাঁর অবস্থানের কেন্দ্রস্থল। তিনি সারাটা জীবন কষ্টদায়ক অবস্থার ভেতর কাটিয়েছেন। নিজ যুগে মানুষের জন্য নির্ধারিত তাক্বওয়ার উচ্চমার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধন-সম্পদ খরচ, মানুষের কষ্টলাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীদের দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্ব প্রদর্শন করতেন। তীর ও তরবারী পরিচালনায় তিনি আশ্চর্যজনক দক্ষতা প্রদর্শন করতেন।

একই সাথে তিনি ছিলেন সুমিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তিনি তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে মনের মরিচা দূর করতেন। নিজ বক্তৃতার দিগন্তকে যুক্তির জ্যোতিতে তিনি আলোকিত করতেন। বিভিন্নমুখী কাজে তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতদের ন্যায় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সব কল্যাণময় কাজ, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মীতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শ। যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে সে নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করে'।

এরপর সাহাবাদের (রা.) মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি সাহাবাদের অবস্থা উপস্থাপন করছি, তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, সেই অদৃশ্য খোদা যিনি পরম অদৃশ্য সত্তা মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনাকারীদের দৃষ্টির বহু দূরে ও আড়ালে, তারা তাকে স্বচক্ষে, হ্যাঁ চাক্ষস দেখেছেন, হ্যাঁ প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। নয়তো বলো, ব্যাপার কি যে তারা আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি বরং স্বজাতি পরিত্যাগ করেছেন, স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, সহায় সম্পদ ত্যাগ করেছেন, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তাঁদের কেবল খোদার উপর ভরসা ছিল। এক খোদার উপর নীর্ভর করে তাঁরা সেসব কাজ করে দেখিয়েছেন যে ইতিহাসের পাতায় দেখলে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। তাদের মাঝে কেবল ঈমান ছিল এবং তাঁরা কেবল ঈমানে সমৃদ্ধ ছিলেন। দুনিয়ার কীটদের ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, পূর্ণ প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সফল হতে পারেনি। সংখ্যা, দল, সম্পদ সব কিছুই তাদের বেশি ছিল।

কিন্তু ঈমান ছিল না এবং এটি না থাকার জন্যই তাঁদের ধ্বংস হতে হয় এবং সফলতা লাভে ব্যর্থ হতে হয়। কিন্তু সাহাবাগণ ঈমানের বলে সবকিছু জয় করেন। এক ব্যক্তি নিরক্ষর হিসেবে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও নিজ সততা, বিশ্বস্ততা এবং ধার্মীকতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁরা যখন আহ্বান শোনলেন, আর যখন তিনি বললেন, আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসেছি, এটি শোনা মাত্রই তারা তাঁর সঙ্গ বরণ করলেন এবং উম্মাদের মত তাঁর অনুগমন করলেন। আমি পুনরায় বলছি, কেবল একটি বিষয় তাঁদেরকে এ অবস্থায় নিয়ে গেছে, তা হচ্ছে ঈমান (বিশ্বাস)। স্মরণ রাখবে, খোদার উপর বিশ্বাস অনেক বড় বিষয়'।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালবাসার কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবাগণ বা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধরদের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক এবং ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। একে তিনি ঈমানের অঙ্গ জ্ঞান করতেন, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি।

অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে, সব বুযুর্গ ও খোদাভীরুদের সম্মান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা সবার স্ব-স্ব পদমর্যাদার নিরিখে হওয়া আবশ্যক। সম্মান করা আবশ্যক কিন্তু প্রত্যেকের স্ব-স্ব পদমর্যাদা রয়েছে, সে অনুযায়ী হওয়া চাই। সীমাতিক্রম করে নিজেই পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মত অবস্থা যেন না হয়। এমন বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় যার ফলে মহানবী (সা.) বা অন্য নবীদের অবমাননা হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। যে ব্যক্তি বলে, সকল নবী, এমনকি মহানবী (সা.)-ও ইমাম হোসাইনের সুপারিশে নাজাত বা মুক্তি পাবে, তারা এমন অতিরঞ্জন করেছে যারফলে সকল নবী এমনকি মহানবী (সা.)-এর ও অবমাননা হয়'।

পুনরায় হযরত আলী ও হযরত হোসাইনের সাথে নিজের সামঞ্জস্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'হযরত আলী এবং হোসাইনের সাথে আমার বিশেষ একটি সামঞ্জস্য আছে, যার রহস্য পূর্ব-পশ্চিমের প্রভু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি তাকে শত্রু মনে করি যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা রাখে। আর আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত নই। আল্লাহ্ আমার সামনে যা প্রকাশ করেছেন তা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আর আমি সীমালংঘনকারীও নই'।

এটিও 'সিররুল খিলাফাহ্'র একটি অংশের অনুবাদ। অতঃপর এ সামঞ্জস্যকে আরো সুস্পষ্ট করে তিনি (আ.) বলেন, 'ইসলামেও ইহুদী সদৃশ লোকেরা এ পথ অবলম্বন করেছে এবং নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সব যুগে খোদার পবিত্র ও সম্মানিত লোকদের কষ্ট দিয়েছে। দেখো, কীভাবে হাজার হাজার নির্বোধ লোক ইমাম হোসাইন (রা.)-কে ছেড়ে এযিদের সাথে মিলিত হয়েছে এবং এ নিষ্পাপ ইমামকে হাত ও মুখের (ভাষার) মাধ্যমে কষ্ট দিয়েছে।

অবশেষে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় নি। এরপর বিভিন্ন সময় এই উম্মতের ইমামগণ এবং মুত্তাকী এবং মুজাদ্দিদগণকে কষ্ট দিতে থাকে আর তাদেরকে কাফির, ধর্মহীন এবং যিন্দিক (এক ধরনের কাফির) নাম রাখতে আরম্ভ করে। হাজার হাজার সত্যবাদী তাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছে। তাদের নাম যে কেবল কাফির রেখেছে তাই নয় বরং যতটুকু সম্ভব ছিল তাদেরকে হত্যা, লাঞ্ছিত এবং বন্দি করাতেও তারা পিছপা হয়নি।

এখন আমাদের যুগ এসেছে, আর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লোকেরা সর্বত্রই এই বক্তৃতা করতো যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ আসবেন; কমপক্ষে এই কথাতো বলতোই, একজন বড় মুজাদ্দিদের জন্ম হবে।

কিন্তু যখন চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে সেই মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হলেন আর খোদা তা'লার ইলহাম তাঁর নাম মসীহ্ মওউদ রেখেছে; কেবল খোদা তা'লার ইলহামেই তাঁর নাম মসীহ্ মওউদ রাখেননি বরং

যুগে বিরাজমান নৈরাজ্য একথা বলছে যে, এর নিরসণকারীর নাম মসীহ্ মওউদ হওয়া উচিত, চরম ন্যাকারজনকভাবে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে আর তাঁকে সম্ভাব্য সকল কষ্ট দিয়েছেন।

আর বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশলের মাধ্যমে তাঁকে লাঞ্ছিত এবং ধ্বংস করতে চেয়েছিল'।

মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অপদস্ত ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, 'আমি এই কাসীদায় (মসীহ্ মওউদ এর লিখা কাসীদা) ইমাম হোসাইন (রা.) সম্পর্কে অথবা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যা লিখেছি তা মানবীয় সাধ্যের ব্যাপার নয়। নোংরা সেই ব্যক্তি যে আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে কামেল ও খোদাভীরুদের প্রতি কটুক্তি করে থাকে। আমি বিশ্বাস করি, কোন মানুষ হোসাইন (রা.) অথবা হযরত ঈসা (আ.)-এর মত খোদাভীরুদের প্রতি কটুক্তি করে এক রাত্রিও জীবিত থাকতে পারে না এবং মান আদালি ওয়ালিয়া সতর্কবাণী তাকে হাতে নাতে ধৃত করে। অতএব, কল্যাণমন্ডিত সে-ই যে স্বর্গীয় পরিকল্পনা বা ইচ্ছাকে বুঝে আর খোদার প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে'।

হাদীসে আছে 'মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারবে' অর্থাৎ যে আমার ওলীর (বন্ধু) সাথে বিরোধিতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করছি। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'যা কিছু আমি লিখে থাকি তা আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি, ইচ্ছা ও নির্দেশে লিখি'।

অতঃপর তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেন, 'মু'মিন তারাই হয়ে থাকেন যাদের কর্ম তাদের ঈমানের স্বাক্ষ্য দেয়। যাদের হৃদয়ে ঈমান বদ্ধমূল হয়ে যায় যারা নিজেদের খোদা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর খোদাভীতির সুক্ষ্ম এবং সংকীর্ণ পথকে খোদার জন্য অবলম্বন করে আর তাঁর ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায়। আর এমন সব বিষয় যা চারিত্রিক ব্যাধি অথবা অপকর্ম বা আলস্য অথবা শৈথিল্য এক কথায় প্রত্যেক বিষয় যা প্রতিমার ন্যায় খোদা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তারা তা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য খোদা তা'লা স্ব-হস্তে পবিত্র করেন এবং নিজের ভালবাসায় প্রত্যাদ্দিষ্ট করেন। আর নিঃসন্দেহে তিনি বেহেশ্‌তের সর্দারদের একজন। আর তাঁর প্রতি এক অনু পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হবে। আর এই ঈমামের খোদাভীতি এবং খোদার প্রতি ভালবাসা আর ধৈর্য এবং দৃঢ়তা এবং দুনিয়া বিমুখতা আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত।

আর আমরা এই নিষ্পাপ ব্যক্তির হিদায়াতের অনুসরণকারী যা তিনি অর্জন করেছিলেন। ধ্বংস হয়ে গেছে সেই হৃদয় যে তাঁর শত্রু, আর সফল হয়েছে সেই হৃদয় যে কার্যতঃ তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে আর তাঁর ঈমান এবং তাঁর চরিত্র, বীরত্ব, খোদাভীতি, অবিচলতা এবং খোদাপ্রেমের সকল চিত্র প্রতিচ্ছায়া রূপে পরিপূর্ণ অনুসরণের সাথে নিজের অন্তরে সেভাবে ধারণ করে যেভাবে একটি পরিস্কার আয়নার মাঝে সুদর্শন মানুষের অবয়ব দেখা যায়। এ ধরনের মানুষ পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে থাকে। এদের মূল্য তারাই বুঝেন যারা তাদের অন্তর্ভূক্ত। পৃথিবীর দৃষ্টি তাদের শনাক্ত করতে পারে না কারণ তারা পৃথিবী থেকে দূরে'।

'হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার এটিই কারণ ছিল। কেননা তাঁকে শনাক্ত করা হয়নি। পৃথিবী কোন পবিত্র ও মনোনীতকে তার যুগে ভালবেসেছিল যে হোসাইনকে ভালবাসবে। বস্তুত হোসাইন (রা.)-এর অবমাননামূলক কাজ চরম দুর্ভাগ্য ও ঈমানহীনতার পরিচায়ক। যে ব্যক্তি হোসাইন (রা.) অথবা পবিত্র ইমামদের অন্তর্ভূক্ত কোন বুযূর্গের অবমাননা করে বা তার সম্পর্কে কোন অসম্মানজনক কথা উচ্চারণ করে সে তার নিজের ঈমানকে ধ্বংস করে কেননা মহাপরাপক্রমশালী আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির শত্রু হয়ে যান যে তাঁর মনোনীত এবং প্রেমিকের প্রতি শত্রুতা রাখে'।

অতএব এ হলো সেই সুন্দর এবং ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা আর মুসলমানদের এক হাতে ঐকবদ্ধ করা আর দলাদলি নির্মূল করার শিক্ষা যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর প্রিয়জন আমাদেরকে দিয়েছেন। যিনি এই যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত দাস হয়ে এবং শান্তি ও মিমাংসার বার্তা নিয়ে এসেছেন।

মুসলিম উম্মাহ্ এই বার্তাকে অনুধাবন করবে আর ফির্কাবাজী এবং বিশৃঙ্খলা ও একে অপরকে হত্যা থেকে বিরত থাকবে– খোদার কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। যেন ইসলাম এক নব মহিমায় পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে স্বীয় ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হবে।

এই মহররমের মাস সর্বত্র শান্তি এবং নিরাপত্তার মাঝে অতিবাহিত হবে এটিই আমার প্রত্যাশা। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানকে নিজের মুখ এবং হাত থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানকারী হবে এটিই প্রত্যাশা। মুসলমান দেশসমূহের সার্বিক অবস্থা এবং নৈরাজ্য থেকে মুক্তির জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। আজকাল অধিকাংশ দেশ খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক দুস্কৃতকারীর অনিষ্ট থেকে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিরাপদ রাখুন।

অধিকাংশ মুসলমান দেশে অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং অশান্তি বিরাজ করছে যার জন্য সেখানে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। আর এরফলে উন্নতির পরিবর্তে দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। আর বিশ্বের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাও অস্থিরতার কারণ হিসেবে বিরাজ করছে। যেখানে পশ্চিমা বিশ্বে এর প্রভাব রয়েছে সেখানে প্রাচ্যের মুসলমান দেশ সহ অন্যান্য দেশ সমূহে এর প্রভাব রয়েছে। আরেক তৃতীয় ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে আর তাহলো, বাহ্যতঃ পৃথিবী খুব দ্রুত বিশ্ব যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ব মানবতার প্রতি করুণা করুন, তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। আমাদেরকে এই দিনগুলোতে অধিকহারে দোয়া করা প্রয়োজন এবং সব ধরনের শতর্কতামূলক পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাহায্য করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

{পূণ:মুদ্রিত}

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৬ ডিসেম্বর, ২০১২

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে খলীফাতুল্ মসীহ্‌র ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ঐক্যের মাধ্যমে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন

৪ ডিসেম্বর ২০১২ তে, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা এবং পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ব্রাসেল্‌সের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ৩৫০এরও অধিক অতিথির উপস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

এই অনুষ্ঠানটি নব গঠিত 'ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট ফ্রেন্ড্‌স্ অব্ আহ্‌মদীয়া মুসলিম গ্রুপস' আয়োজন করে। উক্ত সংগঠনের সভাপতি এবং সহ-সভাপতি হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে স্বাগত জানাতে মঞ্চে আসেন। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট এবং সদস্য (এমইপি) মার্টিন সুলয্‌ও হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন।

৩৫ মিনিটের ভাষণে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ইউরোপীয় ইউনিয়নকে স্বীয় ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান; পশ্চিমা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান অভিবাসন বিষয়ে আলোকপাত করেন; আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়নে সমতার বিষয়ে সমর্থন করেন এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইসলামের মূল শিক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন, আধুনিক বিশ্বে অনেকে ইসলামকে এমন এক ধর্ম হিসেবে দেখে যা হিংস্রতা ও চরমপন্থাকে প্রশ্রয় দেয় এবং তারা এই ধর্মকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে দায়ী মনে করে। তিনি বলেন, এ ধরনের অভিযোগ একেবারেই অন্যায্য ও ভিত্তিহীন কেননা, ইসলাম শব্দের অর্থই হচ্ছে 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা'।"

পশ্চিমা দেশগুলোতে বর্ধিত মাত্রায় অভিবাসন সংক্রান্ত চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সম্পর্কে খলীফা কথা বলেন।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হুযূর বলেন, এ বিষয়টি সমাজে 'অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা'

ছড়াচ্ছে। হুযূর অভিবাসীদের এবং স্থানীয় লোকদের উভয়কে এই ধরনের অবস্থার জন্য দায়ী করেন, যেখানে অনেক অভিবাসী একীভূত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্থানীয়দেরকে উত্তেজিত করে, সেখানে স্থানীয় সমাজের কিছু অংশ বহিরাগতদের প্রতি অসহনশীল। তিনি বলেন, এরকম বিভাজনের ফল সুদূর প্রসারী আর তাই তিনি এ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য সকল দলগুলোকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

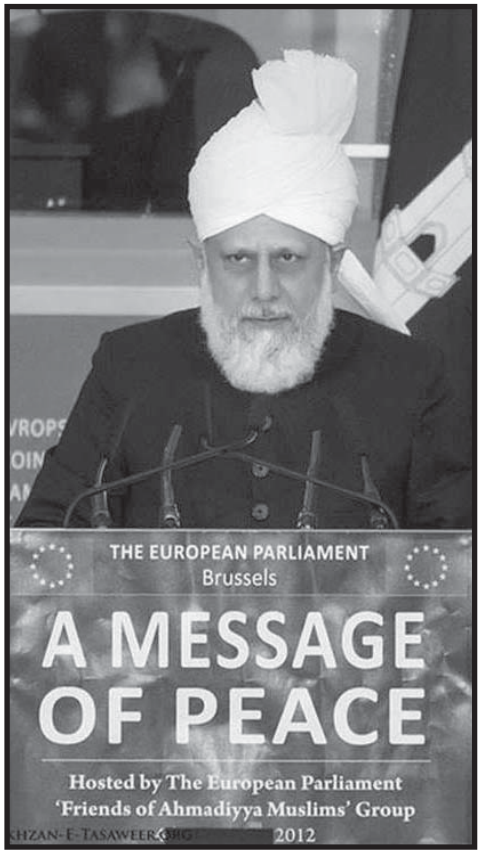

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন,

"সরকারের এমন নীতি প্রণয়ন করা উচিত যাতে করে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা যায়, যার মাধ্যমে অন্যের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত হানা বা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি-সাধন আইন-বহির্ভূত হয়। প্রবাসীদের স্থানীয় লোকদের সাথে একীভূত হওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে কোন দেশে অনুপ্রবেশ করা উচিত আর অন্যদিকে স্থানীয়দের হৃদয় উম্মুক্ত করার জন্য তৈরী থাকা উচিৎ এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা উচিৎ"।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন,

"ইউরোপীয় ইউনিয়নের সৃষ্টি ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য একটি বড় সাফল্য কারণ, এটি এই মহাদেশকে একত্রিত করার একটি মাধ্যম হয়েছে। আর তাই আপনাদের উচিত এই ঐক্য বজায় রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালানো। ...স্মরণ রাখবেন, ঐক্যবদ্ধ এবং সবাই মিলেমিশে থাকার মধ্যেই ইউরোপের শক্তি নিহিত। এ ধরনের ঐক্য কেবল আপনাদেরকে এখানে ইউরোপেই শক্তি যোগাবে না বরং বৈশ্বিক পর্যায়ে এই মহাদেশের জন্য এর শক্তি এবং প্রভাব বজায় রাখার উপায় হবে"।

খলীফা কেবল ইউরোপের মধ্যে সহায়তার কথা বলেন নি বরং বিশ্বব্যাপী ঐক্যের আহ্বান জানান। হুযূর বলেন,

"ইসলামী প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে, আমাদের গোটা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। মুদ্রার ক্ষেত্রে পৃথিবীর এক হয়ে যাওয়া উচিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ব একত্রিত হওয়া উচিত। আর গতিবিধি ও অভিবাসনের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত এবং ব্যবহারিক নীতি তৈরি করা উচিত যাতে করে বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হতে পারে"।

হুযূর আরো বলেন, আধুনিক বিশ্বে কোন দেশের পক্ষে আর আলাদা থাকা সম্ভব নয় আর এমনকি বিশ্ব-শক্তিসমূহ যেমন, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিদেশী সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।

তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলোর অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলোকে শোষণ করা উচিত নয় বরং তাদের উন্নয়নে এবং সাফল্য অর্জনে সাহায্য করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আরব বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত নিয়েও কথা বলেন। তিনি বলেন, যদিও পশ্চিমা বিশ্ব সিরিয়া এবং লিবিয়ার পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে 'ক্রোধ ও উদ্বেগ' প্রকাশ করেছে, কিন্তু ফিলিস্তিনের জনগণের সংকটের ব্যাপারে তাদেরকে সে রকম উদ্বিগ্ন মনে হয় নি।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন,

"এ ধরনের দ্বিমুখী আচরণ বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মুসলমান দেশের লোকদের হৃদয়ে অসন্তোষ এবং আক্রোশ বাড়িয়ে তুলছে। এই ক্রোধ ও শত্রুতা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং যে কোন সময় ফুঁসে উঠতে পারে এবং বিস্ফোরিত হতে পারে...

এটা সুস্পষ্ট করা দরকার যে, আমি কোন নির্দিষ্ট একটি দেশের সমর্থনে বা পক্ষে কথা বলছি না। আমি যেকথা বলতে চাচ্ছি তা হলো, সকল ধরনের নিষ্ঠুরতা নির্মূল ও বন্ধ করা দরকার, তা যেখানেই বিরাজ করুক না কেন, এখানে এটা বিবেচ্য হওয়া উচিত নয় যে, তা ফিলিস্তিনের জনগণ দ্বারা ঘটিত না-কি ইসরায়েলের জনগণ দ্বারা অথবা অন্য যে কোন দেশের জনগণ দ্বারা সংঘটিত হয়েছে কিনা"।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাঝে ভেটো প্রদানের ক্ষমতার নীতিরও খলীফা সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভোট দেওয়ার ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা প্রতিহত করার পরিবর্তে সহায়তা দেওয়ার জন্য ভেটো প্রদানের ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ন্যায়বিচার এবং সাম্যের আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। তিনি বলেন,

"সব সময় মনে রাখবেন, কায়েমী স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে এবং সকল প্রকার শত্রুতার উর্ধ্বে থেকে অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী উভয়কে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষভাবে সাহায্য করা হলেই কেবলমাত্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সকল দলকে সমান প্লাটফর্ম ও সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে শান্তি আসে"।

হুযূরের মূল ভাষণের পূর্বে কয়েকজন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য মঞ্চে আসেন এবং যেভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত শান্তিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরে– এর প্রতি তাদের শ্রদ্ধার কথা বলেন।

ড. চার্লস ট্যানক এমইপি, ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট ফ্রেন্ড্‌স্ অব্ আহমদীয়া মুসলিম্‌ঙস গ্রুপের সভাপতি বলেন, 'আহমদী মুসলমানরা হচ্ছে, বিশ্বে সহিষ্ণুতার এক শ্বাস্বত উদাহরণ'। তিনি পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদের উপর নির্যাতনের নিন্দা জানান এবং বলেন, 'আহমদীদের ব্রত- ভালবাসা সবার তরে– ঘৃণা নয় কারো পরে' এটি চরমপন্থী জিহাদীদের জন্য একটি কার্যকর প্রতিষেধক'।

ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট ফ্রেন্ড্‌স্ অব্ আহমদীয়া মুসলিম্‌স গ্রুপের সহ-সভাপতি টুনে কেলাম এমইপি বলেন, তিনি এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করছেন কারণ, 'শান্তির আকাঙক্ষায় যোগদানের' এটি একটি সুযোগ। তিনি 'সকল প্রকার সহিংসতা ও সন্ত্রাসকে প্রত্যাখানের' জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বিশ্বব্যাপী জামাতের অগ্রযাত্রায় সহায়তা প্রদানের জন্য অঙ্গীকার করেন।

ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট ফ্রেন্ড্‌স্ অব্ আহমদীয়া মুসলিম্‌স গ্রুপের সহ-সভাপতি বেরোনেস সারাহ লুডফোর্ড এমইপি যুক্তরাজ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে তার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা বলেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের মূলমন্ত্র 'আমাদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা যা আমাদের এই আধুনিক বিশ্বের খুবই প্রয়োজন'।

ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট ফ্রেন্ড্‌স্ অব্ আহমদীয়া মুসলিম্‌স গ্রুপের সহ-সভাপতি ক্লোউড মোরায়েস এমইপি বলেন, এই অনুষ্ঠানটি 'ইউরোপীয় পার্লামেন্টের যে কোন সভায় উপস্থিতির তুলনায় বেশি উপস্থিতি আকৃষ্ট করেছে'।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের দক্ষিণ এশীয় প্রতিনিধিত্বের সভাপতি জ্যাঁ ল্যাম্বার্ট এমইপি বলেন, তিনি আহমদী মুসলমানদের ভোট প্রদানের বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সাথে আলোচনা করবেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষের স্বাধিনভাবে এবং কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই ভোট প্রদানের অধিকার থাকা উচিত।

'ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট ফ্রেন্ড্‌স্ অব্ আহমদীয়া মুসলিম্‌স গ্রুপ' এর যাত্রায় স্বীয় আনন্দ প্রকাশের জন্য যুক্তরাজ্যের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক হায়াতও মঞ্চে আসেন।

এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটি হযরত মির্যা মসরূর আহমদের পরিচালনায় সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে বিকেল ৪টা ৩৫-এ সমাপ্ত হয়।

আরো জানতে হলে যোগাযোগ করুনঃ
press@ahmadiyya.org.uk

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৭ ডিসেম্বর, ২০১২

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আধ্যাত্মিক নেতার ইউরোপীয় পার্লামেন্টে সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বশান্তির আহ্বান

২০১২ সনের ৪ ডিসেম্বর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সংবাদ কক্ষে অনুষ্ঠিত, সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যমের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে খলীফার ভাষণের পূর্বেই এই সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম সংস্থার প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কিত বিবিসির এক প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন ইসলামের মূল শিক্ষা হলো 'শান্তি'।

তিনি বলেনঃ

"ইসলামের শান্তির বাণী হচ্ছে সার্বজনীন, এ কারণেই আমাদের আদর্শ ও মটো হলো, ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে"।

স্পেনিশ গণমাধ্যমের এক প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন যে, সূচনাতে সকল প্রধান ধর্মই শান্তির শিক্ষাই দিয়েছে আর এ কারণেই সত্যিকার মুসলমানরা বিশ্বের সকল নবী-রসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তিনি বলেন , প্রত্যেক নবী একটি বাণী সহ এসেছিলেন আর তা হচ্ছে খোদা এক ও অদ্বীতিয়।

মালটা গণমাধ্যমের এক প্রতিনিধি কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন যে, আহমদী মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে খোদার নিকটতর করা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের বিষয়ে বিশ্বের মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমেদ বলেন যে আন্ত-ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রচেষ্টায় তিনি সম্প্রতি পোপ বেনেডিক্টের কাছে ব্যক্তি মারেফত একটি পত্র পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে যে সকল বিষয় তাদের ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে তা নিয়ে ভাবা উচিত।

ভাষান্তর: মহিউদ্দীন অভি

"ইসলামের শান্তির বাণী হচ্ছে সার্বজনীন, এ কারণেই আমাদের আদর্শ ও মটো হলো, ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে"।

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২০ নভেম্বর, ২০১২

In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.

Al Islam

Love for All, Hatred for None.

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) লন্ডনস্থ সিটি হলে মেয়র কর্তৃক আমন্ত্রিত

- বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা ও চরমপন্থা দূরীকরণে ইসলামের অনুপম শিক্ষা উপস্থাপন
- ন্যায়-বিচার ও সমতার ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব, অন্যায় ও যুলুম নির্যাতন দ্বারা নয়।

১৯ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে লন্ডনের মেয়র মিঃ বরিস জনসন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা, ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কে সিটি হলে স্বাগত জানান।

৪৫ মিনিটের সাক্ষাতকারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা ও মেয়র মহোদয় বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাসমূহ, চরমপন্থা দূরীকরণে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রচেষ্টাসমূহ এবং কতিপয় দেশে জামাতটির নির্যাতিত হবার বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আদর্শ-বাণী 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে'-এর প্রশংসা করে মেয়র মহোদয় বলেন যে, এ ধরণের বাণীই 'লন্ডনের জন্য ভিত্তি হওয়া উচিত'। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন যে, "এটা কেবল লন্ডনের জন্যেই নয়, বরং 'সমগ্র বিশ্বের' জন্যেই ভিত্তি হওয়া উচিত।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক দাতব্য সংস্থা সমূহের জন্যে গত বছর ৩,৫০,০০০ এর অধিক পাউন্ড সংগ্রহ এবং রাণীর হীরক জয়ন্তি উৎসব সমর্থনের জন্যে মেয়র মহোদয় আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অভিনন্দন জানান। মিঃ বরিস জনসন বলেন, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদের নেতৃত্বে জামাতটির এই প্রচেষ্টা ছিল 'সত্যই বিস্ময়কর'।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক লন্ডনের বাসে পরিচালিত বিভিন্ন প্রচারাভিযানের বিষয়েও মেয়র মহোদয় আনন্দ প্রকাশ করেন, যার মাধ্যমে শান্তি, ন্যায়-বিচার এবং সমতার বিষয়ে ইসলামী-শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ আহমদী-মুসলমান এর সাথে অআহমদী মুসলমানদের ধর্মতাত্ত্বিক-পার্থক্যের ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বলেন, মূল-পার্থক্যটি হচ্ছে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে আহমদী মুসলমানরা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী বলে বিশ্বাস মান্য করে।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর ওফাতের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি নিজে হচ্ছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম-খলীফা। হুযূর (আই.) বলেন যে, যদিও তিনি হচ্ছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-র সরাসরি বংশধর, তথাপি খিলাফত কোনক্রমেই বংশগত একটি প্রতিষ্ঠান নয়।

নেতৃদ্বয় পাকিস্তানে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত যে নির্যাতন ভোগ করে চলেছে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন। খলীফা নির্বাচিত হবার পূর্বে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ যেসব অভিযোগের কারণে ১১ দিন জেলখানায় কাটিয়েছেন, যেগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে তিনি মেয়রকে অবহিত করেন। হুযূর (আই.) জেলখানার কয়েদীদের মানবেতর অবস্থা এবং তা অতি-মাত্রায় জনাকীর্ণ হবার বিবরণও দান করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন, পাকিস্তানের সব এলাকায় আহমদী মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয়-আইন ও বৈরী ব্যবস্থার কারণে তারা তাদের ভোটের নাগরিক-অধিকারটির প্রয়োগ করতে অক্ষম।

২০১২ সনের শান্তি-সম্মেলনে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-প্রদত্ত বক্তৃতা কতোখানি 'প্রাণ-বন্ত ও চিন্তা-উদ্দীপক' হিসেবে মেয়র সাহেব-দেখেছেন, তা বর্ণনা করেন। তিনি (মেয়র) বলেন, একটি পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকিসমূহ এবং বিশ্ব-শান্তির বিষয়ে খলীফা হুযূরের মতবাদ শোনার প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন।

হুযূর (আই.) বলেন, চরমপন্থীদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্রাদি পড়লে তা দ্বারা বিশ্বের বিশাল ধ্বংস সংঘটিত হবে ভেবে, তিনি (আই.) চরমভাবে বিচলিত রয়েছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআনের একটি কপি মেয়র মহোদয়ের বইয়ের তাকে দেখে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আনন্দিত হন।

"সবক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতি 'পূর্ণ-সমর্থন দান' অব্যাহত রাখবো"-মেয়র মহোদয়ের এই উক্তির মাধ্যমে সভাটি সমাপ্ত হয়। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং আশা প্রকাশ করলেন যে, এই পারস্পরিক-বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

সাক্ষাৎকার শেষ হবার পর, মেয়র মহোদয় হুযূর (আই.)কে লন্ডন নগরের দিগন্ত সীমা পর্যবেক্ষণ করানোর জন্যে নগর ভবনের ছাদের বহিঃ 'অলিন্দ পর্যন্ত সঙ্গদান করলেন। উপহার আদান প্রদানের পর মেয়র মহোদয় ও হুযূর (আই.) উভয়েই এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনাল এর জন্যে প্রশ্নের জবাব দান করেন।

২২, ডিয়ার পার্ক রোড, লন্ডন, এস ডব্লিউ-১৯, ৩ টি এল, ইউ কে।

ভাষান্তরঃ মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(৪র্থ কিস্তি)

মহানবী (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়াতের পথ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের ঘটনাবলী যেরূপ প্রকাশ্যে বিদ্যমান রয়েছে সেরূপ প্রকাশ্যে অন্য আর কোন নবীর জীবনের ঘটনাবলী বিদ্যমান নেই। অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে এইরূপ বিস্তারিত বিবরণ থাকার দরুনই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর যত বেশি আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছে তত বেশি আপত্তি অন্য আর কোন নবীর অস্তিত্বের উপর উত্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সকল আপত্তি অপনোদনের পর মানুষ যেরূপ পরিশ্রুত হৃদয়ে এবং পরিতুষ্ট চিত্তে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তার সাথে প্রেম করতে পারে, সেরূপ প্রেম অন্য আর কোন মানুষের সাথে কখনই করতে পারে না।

কেননা যার জীবনের ঘটনাবলী গোপন থাকে তার সাথে ভালবাসায় বিপত্তি ঘটবার আশংকা সব সময়েই থেকে যায়। মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন তো ছিল একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ। শত্রুদের যাবতীয় আপত্তি খন্ডিত হয়ে যাওয়ার পর সেই গ্রন্থের এমন কোন পৃষ্ঠা আর বাকী থাকে না, যেখান থেকে তাঁর জীবনের অনুরূপ আরও কোনও নতুন দিক বা আপত্তি বের করা সম্ভব। কিংবা তার এমন কোনও পাতা আর বাকী থাকে না যা খুললে অন্য ধরনের আরও কোন তত্ত্ব বা হাকীকত আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) সারা দুনিয়ার সর্দার ছিলেন। সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে মানুষের মুক্তি সাধন, ঐক্য বিধান ও সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্য। আল্লাহ্‌র নবীগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা ইতিহাসের অন্তর্গত। সারা জাহান যখন জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেসিত তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভূত হয়েছিলেন মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে।

আর এই জন্যই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন– ***'রহমতুল্লীল আলামীন'*** অর্থাৎ সারা বিশ্বের রহমত স্বরূপ, জন দরদী এই মহানবী (সা.) মানুষকে সকল প্রকার পঙ্কিলতা, অনিয়ম, অনাচার, পাপাচার ও অন্ধকারের বেড়াজাল হতে মুক্ত করতে আজীবন চেষ্টা চালিয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন। সে অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছা না পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হন নাই। নিজে বহু কষ্ট করেছেন, নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন, জীবনের উপরে বার বার হুমকী এসেছে তবুও তিনি পিছিয়ে যান নি। একাধারে বিরামহীন চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন। এভাবে সে কালের ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা এই ঘোষণা দিচ্ছেন, ***"ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা কাফ্‌ফাতাল্‌লিন্নাসি বাশিরাওঁ ওয়ানাযিরাওঁ ওয়ালাকিন্না আকছারান্নাসি লা-ইয়া'লামুন"*** (সূরা সাবা: ২৯)।

অর্থাৎ 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।'

বিশ্ব নবী শ্রেষ্ঠ নবী হযরত খাতামান নবীঈন (সা.)-কে কেবল মক্কা শহর বা সেই দেশ বা কেবল সেই যুগের লোকদের জন্যই আবির্ভূত করেননি। তিনি (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষ ও জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর (সা.) সমকালীন দেশবাসীরা তাঁর মর্যাদা ও কদর বুঝে নাই। তাদের কাছে যে কত বড় মহান মহিমান্বিত ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছে এ অনুভূতি

তাদের ছিল না। নবী করীম (সা.) কে শুধু নিজের দেশ ও নিজের যুগের জন্য পাঠানো হয় নি, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানবজাতির জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে। তাঁর (সা.) মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তির বাতাস প্রবাহিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বার বার এই ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-কে পৃথিবীর বিলুপ্তি সময় পর্যন্ত সর্বমানবের জন্য 'রসূল' রূপে পাঠানো হয়েছে। আর ইসলামের বাণীই শাশ্বত বাণী, যা সর্বমানবের জন্য এসেছে এবং কুরআনই আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ যাতে সর্বকালের সর্বমানবের জন্য হেদায়েত রয়েছে।

সমগ্র মানবজাতির জন্য মহানবী (সা.)-কে যে সতর্ককারী রূপে পাঠানো হয়েছে এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন যায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– ***"ওয়াউহিয়া ইলাইয়্যা হাজাল কুরআনু লিউন্‌যিরাকুম বিহি ওয়া-মাম বালাগা"*** (সূরা আল্ আন'আম: ২০ আয়াতাংশ)।

অর্থাৎ 'আর আমার প্রতি এ কুরআন ওহী করা হয়েছে যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদের এবং যার কাছে এ বাণী পৌঁছে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।'

আবার বলা হয়েছে- ***"ক্বুল ইয়া আইয়্যুহান্নাসু ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামীয়া নিল্লাযি লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরয"*** (সূরা আল্ আ'রাফ: ১৫৯ আয়াতাংশ)।

অর্থাৎ 'তুমি বল, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য আকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহ্‌র রাসূল।' ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে আবির্ভূত আল্লাহ্ তা'লার সকল নবী জাতীয় নবী ছিলেন। তাঁদের শিক্ষা যে জাতির নিকট তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন সে জাতির উদ্দেশ্যে ছিল এবং সেই বিশেষ কালের জন্য যে সময়ে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল।

পক্ষান্তরে পবিত্র মহানবী (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য, সর্বকালের জন্য। মানবেতিহাসে তাঁর আবির্ভাব এক অনুপম ঘটনা। এর উদ্দেশ্য সকল পৃথক পৃথক জাতি ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে একই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা, যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণজনিত সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যাবে।

আরো বলা হয়েছে- ***"ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহ্‌মাতাললিল্লিল আলামীন"*** (সূরা আল্ আম্বিয়া: ১০৮)।

অর্থাৎ আর আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন, ***"তাবারাকাল্লাজি নায্‌যালাল ফুরকানা আলা আ'বদিহি লিয়াকুনা লিল আলামীনা নাযীরা"*** (সূরা আল-ফুরকান: ২)।

অর্থাৎ 'একমাত্র তিনিই কল্যাণের অধিকারী সাব্যস্ত হলেন, যিনি নিজ বান্দার প্রতি 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়।'

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ ও রহমতস্বরূপ। কেননা তাঁর বাণী বিশেষ জাতি বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। কারণ পূর্বে কখনো তাঁদের উপর আল্লাহ্ তা'লার রহমত এরূপ ব্যাপক আকারে বর্ষিত হয়নি।

নবী করীম (সা.) নিজেও একই বক্তব্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন 'আমাকে সদা কালো নির্বিশেষে সকলের জন্য পাঠানো হয়েছে' (মুসনাদে আহমদ)।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কাউকেও দেয়া হয়নি। ১) প্রত্যেব নবীকে বিশেষভাবে তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠানো হেয়ছে আর আমাকে পাঠানো হেয়েছে লাল কালো সবার জন্য। ২) আমার জন্য গনিমতের মাল হালাল করা হয়েছে, আমার পূর্ববর্তীদের জন্য তা হালাল ছিল না। ৩) আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র-পবিত্রকারী ও মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং যেখানে যার নামাযের সময় হবে সেখানে সে নামায আদায় করে নিবে। ৪) আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে যা এক মাসের ব্যবধান থেকে অনুভূত। ৫) আর আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করা হয়েছে' (মুসলিম)।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, "হযরত রসূল করীম (সা.)-এর দাবী ছিল যে, তিনি বিশ্বের সকলের জন্য নবী। অতএব, কুরআন মানুষকে পৌত্তলিকতা, পাপ এবং অবাধ্যতায় লিপ্ত বলে অভিযুক্ত করেছে। যেমন কুরআন বলে, 'জলে ও স্থলে দুর্নীতি ছেয়ে গছে'। আরও বলে 'যেন তুমি বিশ্বের সকলের জন্য সতর্ককারী হও'। যার অর্থ, মানবজাতি অসদাচারণ ও মিথ্যা বিশ্বাসের কারণে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত পাপী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, যে কারণে হযরত রসূল করীম (সা.) সকল মানুষকে সতর্ক করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন" (মলফুযাত)।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

"ঐশী মিলনের প্রেরণা মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীতে নেই। অতএব একথা সুস্পষ্ট, মানুষের বড় উৎকর্ষ হলো খোদা-মিলনে। তাঁর জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, খোদার উদ্দেশ্যে যেন তার মনের কপাট খুলে যায়।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৩য় কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

উল্লেখ্য, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিশিষ্ট সাহাবী সুবিখ্যাত আলেম ও কুতুব হযরত পীর সিরাজুল হক নুমানী (রা.) আহমদী জামাতে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে একজন বড় পীর ও পবিত্র চিত্তের খোদাভীরু মানুষ ছিলেন। তাঁর লক্ষাধিক মুরীদ ছিলেন। কিন্তু তিনি পিরালী ছেড়ে দিয়ে খোদাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যান। বহু সাধনা করেন। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার মহিমায় কাদিয়ান পৌঁছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাক্ষাৎ লাভে তাঁর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

অনুরূপ ভাবে আমাদের বাঙালি যুবক ওসমান গনি পার্থিব-জীবন সাধনায় লেখাপড়ার প্রতি উদাসীন হয়ে খোদার সান্নিধ্য লাভে বিভোর হয়ে যান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলার দিক-নির্দেশনা–'তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর' (সূরা আল বাকারা, ২ : ৪৬) এর আলোকে সাধনা করতে থাকেন। অবশেষে আহমদী জামাতের সন্ধান লাভে এর সত্যতা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐশী আলোকে আলোকিত-মানুষ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন–'আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টা সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন (সূরা আল্ আনকাবুত ২৯ : ৭০)। আর শান্তি-নিবাসের দিকে আল্লাহ্ তোমাদের ডাক দেন। আর তিনি যাকে চান, সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন (সূরা ইউনুস ১০ : ২৬)।

বয়আত গ্রহণ

ওসমান গনির এক মামা ছিলেন নুরুল হক খান। তিনি মানিকগঞ্জ শহরে চাকুরি করতেন। ভাগ্নে ওসমান গনির প্রতি তাঁর ছিল গভীর স্নেহস্পর্শ ভালোবাসা। ভাগ্নেরও মামার প্রতি ছিল আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা। সময় সুযোগ হলেই তিনি মানিকগঞ্জ শহরে মামার বাসায় চলে যেতেন। মামা তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বেড়াতেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত বিভক্তির পর মানিকগঞ্জ সরকারি কৃষি দপ্তরের সেচ বিভাগে ওভারশীয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আসাদউল্লাহ্ সাহেব। নোয়াখালী জেলার মানুষ। আহমদীয়া জামাতের সদস্য। ধর্মের এক নিবেদিত প্রাণ। খুবই পরহেজগার মু'মিন মুত্তাকী। সারা জীবন ইসলামের খেদমত করেছেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ–হে রসূল! তোমার প্রভুর নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযেল করা হয়েছে তা লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। আর তুমি তা না করলে তুমি (যেন) তাঁর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বই পালন করলে না। আর আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দান করেন না (সূরা আল্ মায়েদা ৫ : ৬৮)।

তাই সরকারি কর্তব্য কাজের পর তবলীগই তাঁর জীবনের স্বপ্ন সাধনা ছিল। তিনি হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভসংবাদ নিরলসভাবে প্রচার করেছেন। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী, ব্যক্তিত্ব ও বিনয় ব্যবহারে সকলই তাকে শ্রদ্ধা করতেন। পাকিস্তান ও ভারত বিভক্তির পূর্বে তিনি চব্বিশ পরগনার ঘটিয়ারী শরীফ নামক স্থানে সরকারি সেচ বিভাগে কর্মরত অবস্থায় তাঁর তবলীগে নোয়াখালীর নাজির আহমদ ভূঞার পিতা মোখলেছুর রহমান ভূঞা আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

আসাদউল্লাহ্ সাহেব মানিকগঞ্জে কর্মকালে নুরুল হক খানের সাথে পরিচয় হয় এবং বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। ফলে তাকে আহমদীয়া জামাতের সত্যতার উপর তবলীগ করেন। পরবর্তীতে তার মাধ্যমে তাঁর ভাগ্নে ওসমান গনির সাথে পরিচয় হয়। বন্ধুর ভাগ্নেকে তিনি আপন ভাগ্নের মতই স্নেহ করতেন। তাকে ইমামুজ্জামানের আবির্ভাবের সত্যতার উপর তবলীগ করতে থাকেন। তখন তিনি নবম কিংবা দশম শ্রেণীর ছাত্র। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) জাহির হলে বয়আত করতে হবে এবং কাদিয়ানের দাবীকারক মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিল হতে তাঁর ধারণা থাকলেও আসাদউল্লাহ্ সাহেবের তবলীগের শুরুতেই তিনি বিস্মিত হন। মৌলভীদের বয়ান এবং আহমদীয়া জামাতের দাবীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। জামাতে আহমদীয়ার দাবী যুক্তিনিষ্ট বলে মনে দানা বাঁধে। তাই তাঁর মাঝে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার যে অতৃপ্ত বাসনা ছিল তা আহরণে অনুপ্রেরণা জন্মে। প্রকৃত পক্ষেই আহমদীয়া জামাতের দাবীকারক সত্যবাদী কি না গবেষণায় মগ্ন হন। আসাদউল্লাহ্ সাহেবের নিকট থেকে জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন পুস্তক নিয়ে পাঠ করতে থাকেন। এতে এক রূহানী খাজানার ভান্ডার অনুভব করেন। ঐশী প্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁর পবিত্র মনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী আবির্ভূত ইমামুজ্জামানের দাবীর সত্যতা পরিস্ফুটিত হতে থাকে। কোন সবোধ ছাত্র অজানাকে জানার জন্য শিক্ষকের নিকট ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে অধ্যাবশায় হয়ে যেমন প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষক গুরু অতি স্নেহস্পর্শে উত্তর দেন সেইরূপ দৃশ্যপট সৃষ্টি হয়েছিল এ দুই খোদা প্রেমিকের মাঝে। অনেক সময় ওসমান গনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আহমদী বিরোধী মৌলভীদের সাথে আলোচনা করে যাচাই করেন। কিন্তু তাদের মতবাদ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যুক্তির কষ্টিতে অসার প্রমাণিত হয়।

পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা–মিথ্যাবাদী ও অতি অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ্ তাআলা কখনো হেদায়াত দেন না (সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৪)। বস্তুত তিনি সত্যবাদী খোদা ভীরু তাকোয়াপরায়ণ মানুষ ছিলেন বলেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সিরাতাল মোস্তাকিমের পথ প্রদর্শন করেন। কেননা হেদায়াতের

মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। আল কুরআনের ভাষায়–ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র চেয়ে উত্তম আর কে? (সূরা আল্ বাকারা ২ : ১৩৯)। আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত প্রাপ্ত হন (সূরা আল্ কাহ্‌ফ ১৮ :১৮)। আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয় (সূরা ইউনুস ১০ : ১০১)।

ফলে পবিত্র চিত্তের মানুষ ওসমান গনির মনে ঐশী জামাতের সত্যতা পূর্ণাঙ্গভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। সকল সংসয় দূর হয়। তাঁর অতৃপ্ত বাসনায় বিরাজমান অবস্থায় ইসলামের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটনে সক্ষম হন। আল্লাহ্ তাআলার নতুন আকাশ ও নতুন জমিন সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি হয়। ফলে গনি সাহেব ঐশী নূরের প্রেরণায় ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে আসাদ উল্লাহ্ সাহেবের সাথে ঢাকাস্থ বকশীবাজার দারুত তবলীগে চলে আসেন এবং বয়আত করে সিরাতাল মোস্তাকিমের অনুগমনকারী হন। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয় ৩২তম সালানা জলসা। প্রাদেশিক আমীর ছিলেন মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব।

কিন্তু যে মামার সূত্র ধরে তিনি আহমদীয়াতের শুভসংবাদ পান তার তখন পর্যন্ত বয়আত করার তৌফিক হয়নি। মামার মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরাজ করতে থাকে। তিনি ভাগ্নের প্রতি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন। তবে তাঁর শহীদ হওয়ার নিদর্শন দেখে মামা নুরুল হক খান আল্লাহ্ তাআলার হেদায়াত লাভের যোগ্যতা অর্জনে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন।

প্রসঙ্গক্রমে তবলীগ পাগল আসাদ উল্লাহ্ সাহেবের জীবন চরিত্রের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ বুযুর্গ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষদর্শী নাজির আহমদ ভূইয়া সাহেব বলেন–

আমাদের গ্রামের বাড়ি হতে আসাদউল্লাহ্ সাহেবের গ্রামের বাড়ি প্রায় দশ মাইল দূরে। তিনি ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে এলে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। এখনো আমার স্মরণ আছে, একবার ভরা বর্ষা মৌসুমে তিনি আমাদের বাড়িতে এলেন দীর্ঘ তিন মাইল পথ কাঁদা-জল ভেঙ্গে প্যান্ট-সার্ট ভিজিয়ে। আমার মা তখন আহমদীয়াতের ঘোর বিরোধী। মোল্লা-মৌলভীদের কথায় মা এতই প্রভাবিত ছিলেন যে, তিনি প্রথম দিকে বাবাকে পাক্কা কাফের মনে করতেন। কাজেই আসাদউল্লাহ্ সাহেব মায়ের দৃষ্টিতে আরও বড় কাফের। এটাইতো স্বাভাবিক। এহেন কাফেরকে পাক করে খাওয়ালে গুনাহ্ হবে। তাই মা পাক করতে রাজী হলেন না। বাবা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে কোন রকমে পাকের ব্যবস্থা করলেন। আসাদউল্লাহ্ সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রথম সারির আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষ। তাই বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দিলেন। এক সময় তিনি মানিকগঞ্জে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ওভারশিয়ার ছিলেন। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের খালে একবার খুব মাছ পড়েছিল। সাধারণতঃ এ বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এসব খালের মাছ ধরে নিজেরাই খায়। কিন্তু এ মুত্তাকী মানুষটি খালের সব মাছ জেলে দিয়ে ধরিয়ে বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেন। মানিকগঞ্জে আমি গিয়েছি। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। তাঁর নিকট হতে পবিত্র কুরআনের দরস শুনিছি। তখন তিনি যৌবন ও প্রৌঢ়তের মাঝামাঝি অবস্থানে ছিলেন। তাঁকে বাসায় আমি সাদা থান কাপড়ের লুঙ্গি পরতে দেখেছি। সে লুঙ্গিতে সেলাই থাকতো না। এ ব্যাপারে তার স্ত্রী আপত্তি উত্থাপন করলে তিনি বলতেন, মৃত্যুকে সব সময় স্মরণ রাখতে চাই।

তাই সাদা কাপড় পরি। তিনি বলেন, এটা আমাকে কাফনের কাপড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ আল্লাহ্ তাআলা মানুষটি হয়ত অনুভব করেছিলেন তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তাই তিনি মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। বোধ হয় এর কয়েক বছর পরই অকালে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করেন। (তিনি মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন–লেখক) জীবনেই তিনি মৃত্যুকে বরণ করে এক নতুন জীবন লাভ করেন (আমার পিতা পৃঃ ৩, ৪)।

চাকুরি জীবন

১৯৫১ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর অভিভাবকরা তাকে পুণরায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বার বার উপদেশ দেন। কিন্তু জাগতিক শিক্ষা লাভে পার্থিব জীবনে প্রতিথযশা হওয়ার প্রতি তাঁর অনীহা জন্মে। বিশেষ করে আহমদীয়া জামাতের দীক্ষা গ্রহণের পর ইসলামের খেদমতই জীবনের চাওয়া পাওয়া ও স্বপ্ন সাধনায় পরিণত হয়। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞান আহরণে বাঙালি সমাজে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্রত হন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) জাহির হওয়ার সংবাদ নিরলসভাবে প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সংসার বৈরাগী অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মাতা-পিতা অসন্তুষ্ট হন। তাই একদিন বাড়িতে কাউকে না বলে তিনি ঢাকায় চলে আসেন।

তখন ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা হবে শুনে তিনি ঢাকায় নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। কৃতকার্য হন। প্রশিক্ষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায় চলে যান। দীর্ঘ একমাস পর পিতার নিকট পত্র লিখেন–'আমি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছি। বর্তমানে কোয়েটায় সেনা প্রশিক্ষণে আছি। দোয়া করবেন'। তাঁর পত্র পেয়ে অভিভাবকরা স্বস্তি পান। তাঁর অবস্থান নিশ্চিত হয়ে চিন্তামুক্ত হন। ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও তার বৈরাগী মন কিছুটা হলেও সাংসারিক হয়েছে– চাকুরিতে যোগ দিয়েছে।

প্রশিক্ষণ শেষে সিপাহী গনি রাওয়ালপিন্ডি ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন সেনানিবাসে চাকুরি করেন এবং যখনই যে সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন নিকটবর্তী আহমদীয়া জামাতের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত ছিল।

জামাতের কাজে সর্বদা অদম্য আগ্রহ ও স্পৃহা ছিল তাঁর। কিন্তু সেনাবাহিনীর চাকুরির বাধা-ধরার ছকে আশানুরূপ সুযোগ-সুবিধা ছিল না বিধায় তার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো। খাঁচার বন্দী পাখী মুক্ত বিহঙ্গনে উড়তে যেমন অস্থিরতায় বিরাজ করে সে দৃশ্যপট সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর মাঝে। তাই দোয়া করতে থাকেন। অবশেষে তিনি রিজার্ভ ফোর্সে বদলী হন। অধিক ছুটির সুযোগ হয়।

আল্লাহ্ তাআলা তার মনের বাসনা পূর্ণ করেন। তখন ঘন ঘন ছুটি নিয়ে পবিত্র ভূমি রাবওয়া চলে যেতেন এবং জামাতের খেদমতে কাজ করেন। কখনও ঢাকায় এসে বাঙালিদের মাঝে কিভাবে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে বিভিন্ন জনের সাথে আলোচনা করেন। বিশেষত বাঙালি খোদ্দামকে রাবওয়ার আদলে তালিম-তরবিয়তে চাঙ্গা করার বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ অবস্থার মাঝে ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকায় বদলী হন। আজিমপুরস্থ সেনাবাহিনী রিক্রুমেন্ট অফিসে যোগদান করেন। তখন সরকারি কর্তব্য কাজের পর বকশীবাজার দারুত তবলীগই হয় তাঁর প্রধান কর্ম ব্যস্ততার স্থান। জামাতের খেদমতই হয় জীবনের মূল স্বপ্ন সাধনা।

তখন তার মন প্রাণ সর্বক্ষণ ইসলামের খেদমতে নিমগ্ন হয়ে থাকে। কিভাবে এ দেশে আহমদীয়াতের সত্যতা ব্যাপকভাবে প্রচার করা যায় এবং জামাত সম্প্রসারিত করা সম্ভব তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন। তাই সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পর জামাতের কাজে তাঁর মনভরে না। ফলে নিজেকে একাগ্রচিত্তে ধর্মের সেবায় সোপর্দ করার লক্ষ্যে সাত বছর চাকুরি পুর্তির পর ১৯৫৯ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। আজিমপুরস্থ সেনা দপ্তরে মাত্র কয়েক মাস চাকুরির পর চাকুরি ছেড়ে দেন। আক্ষরিক অর্থে জীন্দেগী ওয়াকফকারী না হলেও অনুরূপই জামাতের খেদমতে নিজেকে নিবেদন করেন।

(চলবে)

রাগের কুফল

মৌলবী মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম

মানুষ যখন কোন-কারণে উত্তেজিত হয় বা রেগে যায়, তখন তার হিতাহীত-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। এ সময় মানুষ আর মানুষ থাকে না, তার ভিতরে বিদ্যমান মানবাত্মার ওপর সাময়িকে জন্য হলেও শয়তানের আত্মা একচ্ছত্র-প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসময় একজন মানুষ নিজের মেজাজ-মর্জী সামলাতে না পেরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অশ্লীল-অশ্রাব্য, কুবাক্য প্রয়োগ করা আরম্ভ করে দেয় এবং প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তরে খড়গ হস্তে ঝাঁপিয়ে পড়তেও কুণ্ঠিত হয় না, যার পরিনতি ব্যক্তি, পরিবার বা গোটা সমাজের জন্য শুধু ধ্বংসই ডেকে আনে। পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্মেই তিরিক্ষি- মেজাজ, রাগ, উত্তেজনা তথা ক্রোধকে হারাম করা হয়েছে। সব-ধর্মের মূলমন্ত্র হচ্ছে, 'সব মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্‌তা'লা, মানুষ হিসাবে সবাই পরস্পর ভাই ভাই। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হতে পারে, এমন কথা ও কাজকে পরিহার করে চলার মাঝেই সার্বিক-মঙ্গল নিহিত। কোন কারণে কারো সাথে রাগারাগী হলে সাথে সাথে মিটিয়ে ফেলা উচিত, এর ফলে বড়-ধরণের কোন অঘটন হতে রক্ষা পাওয়া যায়। মানুষ সৃষ্টি-কুলের সর্বশ্রেষ্ট জীব। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে প্রদান করেছেন শত-সহস্র বিপদাপদের মোকাবেলায় সুন্দর-শান্ত, পাক-পবিত্র-জীবন যাপনের উপযোগী বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, প্রজ্ঞা-হিকমত তথা পাহাড় সমান ধৈর্য্যশক্তি।

আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম, আমাদের নবী সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বযুগের, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট নবী, আমাদের ধর্ম গ্রন্থ কুরআন মজীদ অনাদী-অনন্ত, অপরিবর্তনীয় জীবন-বিধান। আমাদের সামনে সর্বপ্রকার বিপদাপদ মোকাবেলা করে জীবনের পথে এগিয়ে চলার জীবন্ত-আদর্শ হিসাবে বিদ্যমান রয়েছেন 'আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীত খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, চলন-বলনের উপর নির্ভর করছে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় ও তালিম-তরবীয়তের মত মহান কাজ। সুতরাং জীবন চলার পথে অন্য দশ জন যেভাবে তাদের তিরিক্ষি-মেজাজ, ক্রোধ বা রাগের বলগাহীন ব্যবহার করে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য হিসাবে আমরা তা করতে পারি না।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে 'যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে, ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে মার্জনা করে, আল্লাহ্ এসব সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন' (এমরান-১৩৫)। উক্ত আয়াতে করীমার 'আফউন' শব্দের মাঝে তিনটি অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটি হল, যে বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করা হলো, তিনি নিজের রাগকে সংযত করলেন। দ্বিতীয় অবস্থা হলো, তিনি অপরাধীকে নিজ হতেই ক্ষমা করে দিলেন। তৃতীয় অবস্থা হলো, তিনি তাকে কেবল ক্ষমাই করলেন না বরং অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন এবং কিছু উপকার সাধন করলেন। এ তিনটি স্তরে 'আফউন' এর দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নাতী, হযরত আলী (রা.) এর পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.)-র জীবনের একটি ঘটনায় দেখতে পাই। হযরত হাসান (রা.) এর এক গোলাম অপরাধ করলে তিনি খুব রাগ করলেন এবং তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। তখন গোলাম এ আয়াতাংশ আবৃত্তি করলেন, 'যারা ক্রোধ দমন করে।' এটা শোনা-মাত্র হযরত হাসান (রা.) থেমে গেলেন। গোলাম এ সময় আবৃত্তি করলো, 'যারা মার্জনা করে।' এ কথা শোনে হযরত হাসান (রা.) সাথে সাথে গোলামকে ক্ষমা করলেন। অত:পর গোলাম আয়াতের শেষাংশ আবৃত্তি করলেন, 'আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন'। আল্লাহ্‌র এ কথা শোনামাত্র হাসান (রা.) গোলামকে আজাদ বা মুক্ত করে দিলেন। (সূত্র কুরআন মজীদ, টিকা ৪৮১)। কুরআন করীমের সূরা আশ্‌-শূরা-৩৮ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "এবং (এটা তাদের জন্যও) যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কাজ বর্জন করে এবং তারা যখন রেগে যায়, তখন ক্ষমা করে"।

এই আয়াতের শব্দগুলো সব-ধরণের পাপ ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তথাপি রাগকে একটু পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা-সীমা অতিক্রম করলে এই তিরিক্ষি মেজাজ তথা রাগ বা ক্রোধ থেকে বড় বড় পাপের সৃষ্টি হতে পারে। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে, "আর মুমিনদের মাঝে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের জন্য তোমার (মমতার) ডানা মেলে ধর" (সূরা আশ্‌ শো আরা : ১১৬)।

আমাদের মনিব ও মাথার মুকুট হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর অনুসারিদের প্রতি সদাসর্বদা নরম-হৃদয়ে ঠান্ডা-মেজাজে কথা বলতেন এবং সাহাবাদিগকেও অনুরূপ ব্যবহারের শিক্ষা দিতেন। যেমন হযরত মারূর (রা.) বর্ণনা করেছেন, "আমি একবার হযরত আবু যার (রা.) এর সাথে রাবামা নামক স্থানে দেখা করেছিলাম। তিনি এবং তাঁর খাদেম তখন একই ধরণের লুঙ্গী ও চাদর পরিহিত রত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁকে উক্ত সাম্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি একবার একজন (নিজ ক্রীতদাস)কে গালি দিয়েছিলাম। আমি তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম। এতে নবী (স.) আমাকে বললেন, হে আবু যার! তুমি তাকে তার মায়ের নামে লজ্জা দিলে ? তুমিতো এমন লোক যার মধ্যে এখনো মূর্খতা রয়ে গেছে তোমাদের চাকররা তোমাদের ভাই।

আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পড়ে, তাকেও যেন তাই খাওয়ায় ও পড়ায়, আর তাদেরকে বেশি কষ্টকর কাজ করতে না দেয়। এরূপ কাজ করতে দিলে তাদেরকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন।" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)। হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, 'তোমরা শুনেছ, আগের লোকদের কাছে এ কথা বলা হয়েছে, খুন করো না; কিন্তু আমি তোমাদেরকে বল্‌ছি, যে-কেউ তার ভাইয়ের ওপর রাগ করে, সে বিচারের দায়ে পড়বে। যে কেউ তার ভাইকে বলে, তুমি অপদার্থ, সে মহাসভায় বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে কেউ তার ভাইকে বলে, 'তুমি বিবেকহীন', সে জাহান্নমের আগুনের দায়ে পড়বে। 'কেউ তোমাদের নামে মামলা করলে আদালতে যাওয়ার আগেই তার সংগে তাড়াতাড়ি মীমাংসা করে ফেল। তা না হলে সে তোমাকে বিচারকের হাতে দিবে, আর বিচারক তোমাকে পুলিশের হাতে দিবে, আর পুলিশ তোমাকে জেলে দিবে। আমি তোমাকে সত্যি বলছি, শেষ পয়সাটা খরচ না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখান থেকে মুক্তি পাবে না' (মথি ৫: ২১,২২,২৫)।

তিনি (আ.) আরো বলেন, তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত করো এবং শত্রুকে ঘৃণা করো। কিন্তু আমি বলছি, তোমরা শত্রুদেরকেও মহব্বত করো। যারা তোমাদের উপর জুলুম করে, তাদের জন্য মুনাজাত করো, যেন লোকে দেখতে পায় যে, তোমরা সত্যিই তোমাদের বেহেশতি-পিতার সন্তান' (মথি:৪৩)। মুহাম্মদী মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর জামাতের সদস্য-সদস্যাদেরকে নসীহত করতে যেয়ে বলেছেন, 'তোমাদের যারা গালি দেয়, তাদের জন্য দোয়া করবে। আর যারা কষ্ট দেয় তাদের জন্য আরামের ব্যবস্থা করবে' (কিশতিয় নূহ)।

হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন, "আমি ঐ পিঁপড়া, যাকে প্রতিদিন মানুষেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পদদলিত করে চলে যায়। আমি বোলতা নই যে, মানুষকে দংশন করে কান্না-কাটি করাব এবং দুঃখ দিব" (গুলিস্তা, বায়ান-১২৪)। হযরত শেখ সাদী (রহ.) মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষকে যদি পিঁপড়ার ন্যায় পায়ের তলাতে পিশে ফেলার চেষ্টা করা হয়, তবুও বোলতার মতো পাল্টা-আক্রমণ করে কারো গায়ে হুল ফুটিয়ে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তিনি আরো বলেন, "তুমি যখন লড়াইয়ের উপক্রম দেখ, তখন তুমি ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, নম্রতা লড়াই বন্ধ করে; নম্র-ব্যবহার ও মিষ্টি ভাষা একটি উগ্র-হাতীকেও চুল দিয়ে বেঁধে রাখা যায়। অতএব, তুমি যেখানেই লড়াই দেখ, নম্র ব্যবহার কর। কেননা-রেশম অত্যন্ত নরম, কিন্তু তা ধারাল-ছুরি দ্বারা কাটা যায় না"(গুলিস্তা, বয়ান-১৫৩)।

"তুমি দুর্গের দেওয়ালের ওপর পাথর ছুড়ে মেরো না। কেননা-হতে পারে দুর্গ হতে পাথর এসে তোমার শরীরে লাগবে" (গুলিস্তা, বয়ান-১৫৫)। "অনেক মশা একত্রিত হয়ে হাতীকে মেরে ফেলতে পারে, যদিও হাতী অনেক শক্তি রাখে। পিঁপড়ারা যদি একত্রিত হয়, তবে রাগান্বিত হিংস্র-বাঘের চামড়া খসিয়ে ফেলতে পারে" (গুলিস্তা, বয়ান-১৫৬)। কোন অফিস বা সমাজের কর্তাব্যক্তি যদি তার অধস্তনদের সাথে কারণে-অকারেণে তিরিক্ষি মেজাজ, রাগারাগি বা ক্রোধ প্রদর্শন করেন অথবা তাদের নায্য-অধিকার হতে বঞ্চিত করতে থাকেন, তবে কোন এক সময় অধিনস্তরা ধৈর্য্যের বাঁধ ভেংগে যাবার কারণে কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় অফিস বা সমাজের কর্তারা পালিয়েও জীবন বাঁচাতে পারেন না। সর্বস্তরের কর্তাব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে, হাতে ক্ষমতা আছে বলেই কারণে অকারণে অধস্তনদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহার ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (স.) বলেছেন, 'সে' ব্যক্তি বীর- পুরুষ নয়, যে কুস্তিতে অপরকে ধরাশায়ী করে দেয়, বরং বাহাদুর তো হ'ল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধ ও উত্তেজনার সময় আত্নসংযমী হয়" (বুখারী)।

জন্মগত ভাবে মানুষের মাঝে মাটি, আগুন, পানি আর বাতাসের উপাদান রয়েছে। সুতরাং সমাজ-জীবনে চলার পথে মানুষের মাঝে রাগ বা উত্তেজনা সৃষ্টি হতেই পারে। যদি কোন কারণে কোন ব্যক্তি উত্তেজিত হন, তবে সেই উত্তেজনাকে দমন করার ঔষধ নিম্নরূপ: হযরত আতিয়াহ্ ইবনে উরওয়াহ্ সাদীরা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, 'হযরত রসূল করীম (স.) বলেছেন, 'ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হতে আর শয়তান আগুনের তৈরী; বস্তুত আগুন পানি দ্বারা নিভান হয়। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ উত্তেজিত হয়, তখন সে যেন অযু করে নেয়' (আবু দাউদ)। মেশকাত শরীফের এক হাদিসে উত্তেজিত-অবস্থাকে শীথিল করতে পানি-পানের উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (স.) বলেছেন, 'যখন তোমাদের মাঝে কারো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তখন সে যদি দাঁড়ানো থাকে, তবে যেন বসে পড়ে, যদি এতে রাগ চলে যায় তো ভাল, অন্যথায় যেন সে মাটিতে শুয়ে পড়ে' (আহমদ, তিরমিযি)। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসুলে করীম (স.) বলেছেন, 'কোন লোকের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি রাগ করে, এভাবে সালাম-কালাম বন্ধ করে থাকা উচিত নয় যেন দুই জনের দেখা হলে, এক জন এদিকে আর অন্য জন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের দুই জনের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে সালাম দ্বারা আগে কথা-বার্তা শুরু করে' (বুখারী, কিতাবুল আদব)।

হযরত মসীহ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন, "আদিকাল হতেই আল্লাহ্ তাআলা বলে এসেছেন যে, পবিত্র হৃদয় হওয়া ছাড়া পরিত্রাণ নেই। সুতরাং তোমরা পবিত্র-হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যাও এবং কুপ্রবৃত্তি, ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ও উত্তেজনা হতে মুক্ত হও' (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন)।

বয়াত করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হবার সময় যে দশটি শর্ত পাঠ করতে হয়, উহার দ্বিতীয়-শর্ত হচ্ছে: "মিথ্যা, ব্যভিচার, কুদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দুরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন, উহার শিকারে পরিণত হবে না"। আর চার নম্বর শর্ত হচ্ছে: "উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে সাধারণত: আল্লাহ্‌র কোন জীবকে বিশেষত: কোন মুসলমানকে কোন-প্রকার কষ্ট দিবে না" (ইশতেহার তকমীলে তবলীগঃ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)।

তিরিক্ষি-মেজাজ, রাগ বা ক্রোধ পরিবার,সমাজ ও ধর্মীয়-জগতে যেমন গ্রহণীয় নয়, তদ্রুপ মেডিকেল সাইন্সেও গ্রহণ যোগ্য নয়। ২৩শে মার্চ, ২০১২ইং দৈনিক 'কালের কণ্ঠে' রাগ বিষয়ক এক গবেষণা-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আপনি কি বদমেজাজি ? সামান্য কোন কারণে চট করে রেগে যান? কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না? ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট আপনার সামাজিক-সম্পর্কের জন্য যেমন নেতিবাচক, তেমনি শরীরের জন্যও ক্ষতিকর। কিছুটা অদ্ভূত শোনালেও গবেষকরা বলেছেন, বেশি রাগ, উত্তেজনা ফুসফসের জন্য ক্ষতিকর। যুক্তরাষ্টের হার্ভাড স্কুল অব পাবলিক-হেলথের একদল বিজ্ঞানী বদমেজাজি লোকদের ওপর আট বছর যাবৎ গবেষণা চালান। এতে তারা দেখতে পান, স্বভাবগতভাবে রাগী, উত্তেজিত লোকদের ফুসফুসের কার্যক্ষমতা যারা সহজে রাগে না, তাদের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

ড. জন মুরে গিলান বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি রেগে যায়, তখন শরীরের ভিতর কিছু হরমোন নিঃসৃত হয়। এই রাসায়নিকগুলো ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাস নালীর কোষের ক্ষতি করে। তিনি বলেন, ধুমপানের ক্ষতিকর প্রভাবের তুলনায় এর মাত্রা কম হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি ফুসফুসের অপুরণীয় ক্ষতি করে থাকে। পরামর্শ হিসাবে গবেষকরা বলেন, ব্যস্ত-রাস্তায়, যানজটে আটকে আছেন, গাড়ি একটুও নড়ছে না-এমন পরিস্থিতিতে রাগে হৈ চৈ শুরু করার আগে গভীর ভাবে একবার শ্বাস নিন, ধীরে ধীরে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনুন, আর চিন্তা করে দেখুন, এক্ষেত্রে উত্তেজিত হলে কী লাভ, এতে কী গাড়ী নড়তে শুরু করবে ? নাকি আপনি অযথাই আপনার ফুসফুসকে বাড়তি কষ্ট দিতে যাচ্ছেন? বরং চট করে রেগে না যাওয়াই আপনার শরীরের জন্য মঙ্গল।'

জীবনে চলার পথে বৈরী পরিবেশে যারা নিজের মেজাজ-মর্জি, রাগ বা উত্তেজনাকে দাঁতে দাঁত কামড়ে হজম করতে পারেন, তাদের পক্ষে খোদার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করাটা কোন কঠিন কাজ নয়।

জিকরে খায়ের স্মৃতি কথা

এক ওয়াকেফে জিন্দেগী'র জীবন-সঙ্গিনী মরহুমা সৈয়দা রাজিয়া বেগম সাহেবা স্মরণে

সৈয়দ মমতাজ আহমদ

পুরুষগণ যেমন এলেম-আমল, তাক্‌ওয়া-পরহেজগারী, শিল্প-সাহিত্য ও বীরত্ব, ইত্যাদির ক্ষেত্রে অবদান রাখার কারণে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হন, ঠিক তদ্রুপ নারীগণও এবাদত-বন্দেগী, পর্দা-পুশিতা, তাক্‌ওয়া-তাহারাত ও শরাফতের কারণে প্রভূত ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী হয়ে থাকেন। আমাদের আহমদীয়া জামাতে আদর্শ জননী হিসেবে যে দশটি সোনালী তরবিয়ত-নীতির মৌলিক-শিক্ষা রয়েছে আমাদের আম্মাজান মরহুমা সৈয়দা রাজিয়া বেগম সাহেবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা পালনে আজীবন সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি কাদিয়ানে আহমদীয়াতের স্বর্ণযুগের মহিলাদের অন্যতম এক নমূনা ছিলেন। সন্তানদের চরিত্র গঠনে তিনি এক আদর্শ-মাতার সঠিক ভূমিকা যথাসাধ্য পালন করেছেন।

অনেক শরীফ-পরিবারের সন্তানগণকেও অভিভাবকদের সঠিক-ভূমিকার অভাবে বখে যেতে দেখা গিয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অতি-আহ্‌লাদ বা অসঙ্গত আদরের কারণেও সন্তানগণ বিপথগামী হয়ে থাকে। আমাদের আম্মাজান প্রয়োজনে শাসনও করতেন আবার সোহাগও করতেন। খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন জামাতের প্রখ্যাত মোবাল্লেগ মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের মত ওয়াকেফে জিন্দেগী'র স্ত্রী হওয়া তাঁর জন্য সৌভাগ্যের এক কারণ ছিল বটে, তদুপরি আম্মাজান নিজেও একজন বিদুষী, দ্বীনদার, পরহেজগার ও আবেদা মহিলা ছিলেন। আম্মাজান ইতোপূর্বে ভারতের মুঙ্গেরের অধিবাসী ছিলেন। আম্মাজানের বিবাহ কাদিয়ানে ১৯৪১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহের ঘটক (Match Maker) ছিলেন হযরত ডক্টর মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.)। আমাদের নানাজান সৈয়দ মুসি রাজা (মরহুম) ও নানীজান সৈয়দা কানিজ ফাতেমা (মরহুমা)'র চার ছেলে ও ছয় মেয়ের মধ্যে আম্মাজান ছিলেন সবার বড়। আমাদের নানাজানও এক মোখলেস আহমদী ছিলেন–তাঁর বাড়ি ছিল ভারতের ভাগলপুরে। নানাজান সেই ব্রিটিশ আমলে এনট্রান্স পাশ করে কলেজে এফ.এ ক্লাসে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে নানাজানের পিতা তাঁকে বাড়ি হতে বের করে দেন।

এমতাবস্থায় নানাজান ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে চাকরি নেন–নানাজান বেশ ভালো ইংরেজি জানতেন। সেই থেকে রেলওয়েতে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন এবং তিনি বিয়ে করেন ভারতের মুঙ্গেরের এক প্রাচীন আহমদী পরিবারের কন্যা সৈয়দা কানিজ ফাতেমা সাহেবাকে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে আমাদের আম্মাজান ছিলেন সবার বড়। সেই ব্রিটিশ আমলে এই পরিবারটি প্রায় প্রতি বছরই কাদিয়ানে সালানা জলসায় যেতো এবং আমাদের আম্মাজান কাদিয়ানের পবিত্র পরিবেশে-কুরআনের তালিম ও আখলাকী-তরবিয়ত হাসিল করেছিলেন। নানাজান মুঙ্গেরের সাদিপুরে তাঁর দ্বিতল বসতবাড়ি গড়ে তুলেন। কিন্তু ১৯৪৭ইং সালে ভারত-বিভক্তির কারণে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায় এবং নানাজানকে সেখানকার সহায়-সম্পত্তি সবকিছু ফেলে পাকিস্তানের পক্ষে Option দিয়ে তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে পরিবার পরিজন নিয়ে চলে আসতে হয়। এখানে চলে আসার পর শুরু হয় তাঁর এক নতুন সংগ্রামী-জীবন।

Eastern Bengal Rly. (EBR)-তে প্রথম পোষ্টিং হয়ে দিনাজপুরে, এরপর বগুড়াসহ আরো কয়েক ষ্টেশনে কাজ করার পর শেষমেষ চট্টগ্রামে এসে এখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭১ ইং সালে পরিবারসহ পাকিস্তান চলে যান এবং ১৯৮৩ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

উল্লেখ্য যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) নানাজানের কফিন রিসিভ করার জন্য রাবওয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই নানাজানের জানাযা পড়ান। নানাজানকে রাবওয়া বেহেশ্‌তী মাকবরাতে শোহাদার অংশে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে নানীজানও ২০০০ ইং সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এবং তাঁকেও মাকবেরা রাবওয়াতে দাফন করা হয়। আমাদের নানাজান ও নানীজানের পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই পাকিস্তানে Persecution (ধর্মীয় কারণে যন্ত্রণা দেয়া) এর কারণে বর্তমানে আমেরিকা, কানাডাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন, মোটকথা তারা পৃথিবীর বিভিন্ন-দেশে ছড়িয়ে রয়েছে; তবে তাঁদের সবার মধ্যেই একটি বিষয়ে খুবই মিল (Similarity) আছে, আর সেইটি হলো : আহমদীয়া খিলাফতের সাথে তারা সবাই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং হুযূর (আই.) এর প্রতি তাদের সবারই রয়েছে গভীর ও অকৃত্রিম ভালোবাসা।

০ ***নিভৃতে, যতনে আম্মাজানের পথচলা :*** আম্মাজানের যখন বিয়ে হয়, তখন আম্মা বাংলাভাষা জানতেন না। সেই ব্রিটিশ-আমলে তৎকালীন বঙ্গীয়-প্রদেশে সদর মোবাল্লেগ হিসেবে আব্বাজানের পোষ্টিং হয় বগুড়াতে। আমরা তখন মরহুম খান সাহেব মোবারক আলী সাহেবের 'মোবারক মঞ্জিল'-এর একাংশে বসবাস করতাম। তখন সেখানেই আমাদের জুমুআর নামাযও হতো। এই বগুড়াতে থাকাকালীন সময়েই আম্মা মরহুম খান সাহেবের মেয়েদের [রুকু আপা ও মোহছেনা আপা] কাছে বাংলা পড়া-লেখা শিখেন–মরহুম খান সাহেবের স্ত্রী মরহুমা ওয়াজেদা বেগম সাহেবাও আম্মাকে খুবই স্নেহ-আদর করতেন। আমাদের বগুড়াতে থাকাকালীন সময়েই ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হয় ১৯৪৭ সালে। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের দিকে

পোষ্টিং হয় চট্টগ্রাম জামাতে–আব্বা চট্টগ্রাম জামাতের প্রথম সদর মোবাল্লেগ। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে আব্বা আরও দুইবার চট্টগ্রাম জামাতে মোবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর আব্বা ১৯৫৪ সালের দিকে তেজগাঁও জামাতে বদলি হন। পরবর্তীতে ঢাকা জামাতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতে, ময়মনসিংহ জামাতে এবং ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে। আব্বাকে মোবাল্লেগ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জামাতে কাজ করতে হয়েছে বিধায় আমাদের ভাই-বোনদের স্কুলও বদল করতে হয়েছে। ছেলেবেলায় আব্বার একটি বিষয়ে আমরা ভাই-বোনেরা বেশ বিব্রত হতাম, আর সেইটি হলো : আব্বা প্রায়শঃ আমাদের স্কুলে গিয়ে হাজির হতেন এবং হেডস্যার ও ক্লাস টিচারদের সাথে আলাপ করতেন পরে আমরা জানতে পেরেছি যে, আম্মাই আব্বাকে আমাদের পড়া-লেখার খোঁজ-খবর নিতে স্কুলে পাঠাতেন।

আম্মা কোন কলেজ, ইউনিভার্সিটি বা মাদ্রাসায় পড়া লেখা করেন নাই। উর্দূভাষী ছিলেন বিধায় উর্দুভাষা ভালোই জানতেন। আহমদীয়াতের জ্ঞানে অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি-সম্পন্না ছিলেন। জামাতের যাবতীয় বই-পত্রের উপর বেশ ভালো পড়াশুনা ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বইপত্র এবং 'আল ফজল' পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন। তফসিরে সগীর, তফসিরে কবীর সহ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর অন্যান্য বইও তিনি পড়াশুনা করতেন। আম্মাজান ফজরের নামাযের পর কুরআন তেলাওয়াত করতেন–তিনি কুরআনে হাফেজা ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর তেলাওয়াত একজন অভিজ্ঞ হাফেজের মতই উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল। আমরা ভাই-বোনরা সবাই আম্মাজানের নিকট কুরআন শরীফ পড়েছি যখন আমরা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতাম, তখন কেমন করে যেন তিনি অশুদ্ধ উচ্চারণটুকু ধরে ফেলতেন, আজও আমাদের কাছে তা এক অবাক-বিস্ময়। আমাদের আম্মাজান ও আব্বাজান দু'জনেই ইসলাম তথা আহমদীয়াতের অমূল্য শিক্ষা-দীক্ষায় পরিপূর্ণ ছিলেন। অল্পে তুষ্টি, সহিষ্ণুতা, সবর-ধৈর্য-সহনশীলতা এবং সর্বোপরি 'দোয়া' ছিল তাঁদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পার্থিব লোভ-লালসা এবং বিলাস-ব্যসন তাদের কারও মধ্যেই ছিল না। তদুপরি পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বিরাজমান ছিল। পাশাপাশি আম্মাজান, আব্বাজানের আনন্দ-বেদনার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন এবং জামাতের কাজে প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিয়ে গেছেন।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল মনুষ্যত্ব ও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ, যা-দ্বারা এবং যে-ভাবেই এটা সাধিত হয়, তা-ই প্রকৃত শিক্ষা হোক, তা আক্ষরিক মাধ্যমে, কিংবা অন্যকোন ভাবে। আম্মাজান অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। তিনি আমাদের ভাই-বোনদের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি তালীম-তরবিয়তের ব্যাপারে খুবই সজাগ ও যত্নশীল ছিলেন এবং নেক-আমলের প্রতি সবাইকে উৎসাহিত করতেন। আম্মাজান নামায-রোযায় অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন এবং তাহাজ্জুদ নিয়মিত পড়তেন। ছোট ছোট নেক আমলগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করতেন। আমাদের সকলকে প্রায়শঃ নসীহত করে বলতেন,..... 'নেক আমল যত সামান্যই হউক, একে অবহেলা করতে নেই। যখনই সেই আমল করার সুযোগ হয়, তৎক্ষণাৎ তা করে নেকীর খাতায় সঞ্চয় করে রাখবে'। তিনি আরো বলতেন, 'দুনিয়ার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, এ-জীবন কোন না কোন ভাবে পার হয়ে যাবেই। কিন্তু মৃত্যুর পর যে জীবন শুরু হবে, তা অন্তহীন'। আম্মাজান সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সাধ্যমত নিজের হাতে সম্পন্ন করতেন। তাছাড়া নিজহাতে তিনি যে সমস্ত কাজকর্ম করেছেন, সবকিছুর ভেতর দিয়ে স্নেহের সন্তানরা যেন সঠিক শিক্ষালাভ করতে পারে, সেদিকে সর্বদা সজাগ-দৃষ্টি রেখেছেন। আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, তিনি ছিলেন অবিচলভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল.....এ জন্যই হয়তো বা তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'রাজিয়া'।

* আম্মাজানের বাগান করার সখ ছিল–ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমাদের বাসায় চমৎকার একটি বাগান গড়ে তুলেছিলেন–ছোট্ট বাগানে বিরল প্রজাতির কিছু ফুল গাছও ছিল যেমনঃ লতা গোলাপ, কাঠ বেলী। আম্মা খুবই যত্ন সহকারে গাছ-গাছালির পরিচর্যা করতেন এবং আমরা ভাই-বোনরা ছিলাম আম্মার বাগান সহকারী; গাছের পরিচর্যা করা দেখে আমাদের অনেক সময় মনে হতো আম্মা গাছের সাথে কথা বলেন এবং গাছও আম্মার কথা শুনে।

* সেলাই কাজেও পারদর্শী ছিলেন তিনি–সালওয়ার কামিজসহ যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ বাসাতেই করতেন, এমনকি আব্বাজানের সেই সাড়ে চার গজের বিশাল মাপের সালওয়ার আম্মা বাসাতেই সেলাই করতেন।

* আর আম্মার হাতের সুস্বাদু রান্না ও মেহমানদারি'র সুখ্যাতি তো ছিলই।

* ব্রাহ্মণবাড়িয়া থাকাকালীন সময়ে আম্মাজান সেখানকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং মহিলাদের তালীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রণী-ভূমিকা পালন করেন।

* মসজিদুল মাহ্‌দী প্রাঙ্গণে 'সালানা জলসা' অনুষ্ঠানের সময় আগত মহিলা-মেহমানদের থাকা-খাওয়ার সার্বিক বিষয়টি আম্মাই চমৎকার ভাবে করতেন।

সেকালে 'এমটিএ' ছিল না–সাধারণত 'আল ফজল' দেখেই জুমুআর খুতবা দেওয়া হতো।' আম্মা জুমুআর দিন খুৎবার জন্য আব্বাকে যাবতীয় তফসীর রেফারেন্স বইপত্র, আলফজল ইত্যাদি গুছিয়ে দিয়ে সহায়তা করতেন। –জুমুআর দিন আমাদের বাসায় যথার্থই ঈদের পরিবেশ বিরাজ করতো।

☐ ***পুত্রবধু নিলুফার মমতাজ এর দৃষ্টিতে তার শ্বাশুড়ী আম্মা*** : আমার শ্বাশুরী আম্মা মরহুমা সৈয়দা রাজিয়া বেগম সাহেবা একজন ধার্মিক, দানশীল ও নেক মহিলা ছিলেন–সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল, অমায়িক, সদালাপী ও বিনয়ী স্বভাবের। আমি তাঁর সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানিনা–তবুও শ্বাশুড়ী হিসেবে যতদিন পেয়েছি, তা অনেক বেশী পেয়েছি। আমার শ্রদ্ধেয়া শ্বাশুড়ী আম্মা কাদিয়ানে বড় হয়েছেন এবং তাঁর বিয়ের পরেও তিনি কাদিয়ানে ছিলেন। আমার বিয়ের পর আমি কাদিয়ানে বেড়াতে গিয়েছিলাম; সেখানে সবাই আমার শ্বাশুড়ী-আম্মার খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং কাদিয়ানে তিনি কোন্ বাসায় থাকতেন, সেটাও আমাকে দেখিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, আমার মরহুমা শ্বাশুড়ী কাদিয়ানেও সবার আপন ও প্রিয় ছিলেন। উনার চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে যে দিকগুলি আমাকে বেশী আকর্ষণ করেছে আমি এম.এ পাশ করে সবেমাত্র ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বি.এড পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছি, তখনই আমার বিয়ে হয় সেই ১৯৭২ সালে। আমার বি.এড পড়ার ব্যাপারে

উনার কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি, কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হইনি। তাছাড়া উনাকে আমি দেখেছি দুপুরে খাওয়ার পর আম্মাজান যখন বিছানায় বিশ্রাম নিতেন, তখন উনাকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বইপত্র এবং উর্দু ম্যাগাজিন, ইত্যাদি পড়তে দেখতাম–এটা উনার প্রতিদিনের রুটিন ছিল। উনাকে কখনো বই ছাড়া দেখিনি এই বয়সেও উনার পড়ার ধৈর্যটা আমাকে খুব অবাক করতো। আমার শ্বাশুড়ী আম্মার আরেকটি বিশেষ-দিক খুঁজে পেয়েছি, যেমন– উনি যখন কাদিয়ানে ছিলেন বা এখানে ছিলেন, যখনই হুযূর (আই.) অথবা কোন বুযুর্গের কাছে দোয়ার জন্য লিখতেন, তখন সাথে অবশ্যই কিছু একটা নজরানাও পাঠাতেন। তাছাড়া গরীব দুঃখীদের প্রতি উনি খুব উদারমনা ছিলেন। আমার শ্বশুরবাড়ীতে এক কাজের বুয়া ছিল, তার নাম ছিল 'রাশেদার মা'। রাশেদা'র মাকে আমার শ্বাশুড়ী এই পরিবারের সদস্য বলেই বিবেচনা করতেন। রাশেদার মাও আমার শ্বাশুড়ীকে আম্মা বলে ডাকতো। এই পরিবারের সুখে-দুঃখে রাশেদার মা সবসময়ই পাশে ছিল।

বাসায় একটি দোনলা বন্দুক ছিল–আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর আব্বা মরহুম মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব ও আমার স্বামী দু'জনেরই শিকার করার শখ ছিল–আমার বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীতেই প্রথম আমার এই শিকার করা পাখীর মাংস খাওয়ার এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হয়। সকালে খুব ভোরে আমার শ্বশুর ও আমার স্বামী শিকারে চলে গেলেন এবং ফিরলেন সেই সন্ধ্যায় নৌকা বোঝাই করা শিকার নিয়ে। পাড়ার আশেপাশের প্রতিবেশীরা সবাই খুব খুশী কারণ জানা গেল, এর আগেও যখনই উনারা শিকারে যেতেন, পাড়ার প্রায় সব বাড়ীতে শিকার করা পাখী পাঠাতেন। এবারো শ্বাশুড়ী-আম্মা একটা-দু'টা করে পাখি প্রতিবেশী সব বাড়িতেই পাঠিয়ে দিলেন, শিকারের পাখি পেয়ে সবাই মহাখুশী। এ এক অনাবিল আনন্দদায়ক পরিবেশ এবং আমার জন্য এক বিরল অভিজ্ঞতা। পরিশেষে আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তাআলা যেন আমার শ্বাশুড়ী আম্মাকে বেহেশ্‌তে উচ্চ মোকাম দান করেন... (আমীন)।

[প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেই কালে পাখি শিকার বৈধ ছিল, কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের দিকে সরকারীভাবে পাখি শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পর উনারাও আর শিকারে যেতেন না]

* আমাদের আম্মাজানের চরিত্রের আর একটি বিশেষ-দিক ছিল পরোপকার করা–সাহায্যপ্রার্থী সবাইকে কোন না কোনভাবে সাহায্য করতেন। প্রতিবেশীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহমর্মী ছিলেন। বাসার কাজের বুয়াদের সাথেও আম্মাজানের ব্যবহার অনেকটাই শিক্ষণীয় ও উপমা-হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদের সবার সুখ-দুঃখের সাথী ও একান্ত আপনজন ছিলেন আম্মাজান। আমাদের শ্রদ্ধেয়া চাচী-আম্মার সাথে আম্মাজানের পারস্পরিক যে মহব্বত ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তা খুবই বিরল। আত্মীয়তার পরিমন্ডলে আমাদের ফুফাতো, চাচাতো, খালাতো, মামাতো ভাইবোনদের সবার সাথেই আম্মার অটুট- স্নেহের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, এক কথায় বলতে গেলে সবাই আম্মার গুনমুগ্ধ ছিল। আমাদের আম্মাজানের গোটা জীবনই নেক-আমলের এক বাস্তব-নমুনা ছিল। আম্মাজান তাঁর মোবারক সোহবত ও দোয়ার বরকতে আমাদের গোটা পরিবারে সালাম ও দোয়ায় পরিপূর্ণ প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, দ্বীনি-পরিবেশ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

আম্মাজান আমাদেরকে নসিহত করেছেন যে,...'জীবনে তোমার উপর যত মুসিবতই আসুক এবং যত কঠিন পরীক্ষারই সম্মুখীন হও না কেন, কোন অবস্থাতেই হারামের ধারে কাছেও যাবে না। পেশাগত জীবনে তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবে এবং নেহায়েত আমানতদারীর সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট থাকবে। আর এর বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে, তাতেই তুষ্ট থেকে আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করবে। চাকুরি-ক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং জীবনে ভালো অবস্থায় উত্তরণের জন্য চেষ্টা করা খারাপ নয়; তবে এ-জন্য কখনো কোন প্রকার অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করবে না এবং পেরেশানও হবে না'। চুম্বক কথা এই যে,...."জীবনে যখন যে অবস্থাতেই থাক, নিয়মিত কুরআন শরীফ পড়বে। আর অন্যায় যত ক্ষুদ্রই হউক, তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।"

আম্মাজানের উপরোক্ত নসিহতসমূহ পালন করার কারণে ও তাঁর দোয়ার বরকতেই সুদীর্ঘ পেশাগত কর্মজীবনে সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি এবং আমার সৎপথে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্!

* ছেলেবেলায় আম্মাজানের মুখে শোনা গল্প : ....আম্মাজান আমাদেরকে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর সেই বিখ্যাত চল্লিশ দিনার সহ ডাকাতদের কবলে পড়া এবং সত্য বলার গল্পটি বহুবার শুনিয়েছেন এবং আমাদেরকে নসিহত করে বলতেন–"জীবনে সর্বদা সত্যকথা বলবে এবং মিথ্যার ধারে- কাছেও যাবে না।"

....ইহা ছাড়াও আল্লাহ্‌র উপর হযরত রাবেয়া বসরীর তাওয়াক্কুল বিষয়ক সেই বিখ্যাত আঠারটি রুটির গল্পও আমাদেরকে চমৎকারভাবে শোনাতেন।

.....ইসলামের সেই প্রাথমিক-যুগের ঈমানবর্ধক আরও বিভিন্ন ঘটনাবলী; হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের ঘটনাবলী এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুণ্যবতী স্ত্রী হযরত নুসরাত জাহান বেগম সাহেবা (রাজি.) এর জীবনের অনেক কথা আমরা সব ভাই বোন একাগ্রতার সাথে শুনতাম ও শিহরিত হতাম। আম্মাজানের মুখে শোনা আমার শৈশবের স্মৃতিতে সেইসব মূল্যবান ঘটনা ও গল্প এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ছেলেবেলায় আমরা যদি কোন সময় তাড়াহুড়া করে নামায পড়তাম, তা দেখে আম্মা বলতেন....'তাড়াহুড়া করে শুধু মুরগির মতো ঠোকর মারলে নামায হবে না– নামায ধীর-স্থিরভাবে অর্থ বুঝে একাগ্রতা নিয়ে পড়তে হবে।"

** আম্মাজানের দু'টি বিশেষ নসিহত :*

দু'টি মৌলিক বিষয় আম্মাজান আমাদের সব ভাই বোনদেরকে ভালোভাবেই শিখিয়েছিলেন..."প্রথমত: নামায এবং দ্বিতীয়: ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্" (আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা)।

...এবং আরেকটি বিষয় বেশ ভালোভাবেই শিখিয়েছিলেন সেইটি হলো– 'দোয়া' দোয়া ব্যতীত কোন নামায হতে পারে না– প্রত্যেক কথার কেন্দ্রবিন্দু হলো দোয়া। 'দোয়া' ছাড়া কোন পরিশ্রমই ফলপ্রসূ হয় না। সবার জন্য দোয়া করবে–কখনো কাহারো অমঙ্গল কামনা করবে না।

আম্মাজানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও সাজানো গোছানো সংসারের সবকিছুই

কেমন জানি তাঁর হাতের ছোঁয়ায় নান্দনিক হয়ে উঠতো–আম্মার Aesthetic Sense (সৌন্দর্য বোধ) দারুন প্রকট ছিল।

হামদর্দী, পরোপকার ও আহমদীয়া খেলাফতের প্রতি অকৃত্রিম গভীর-ভালবাসা-এই তিনটি বিষয় আম্মাজানের জীবনে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তি-জীবন হতে শুরু করে পরিবার পরিজন ও সমাজ জীবনের সকল অঙ্গনেই তিনি অনুপম আদর্শের অধিকারিণী ছিলেন। বস্তুত: ব্যক্তিজীবনে দ্বীনের অনুসরণ এবং সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে একজন আদর্শ মায়ের দায়িত্ব পালন করেন।

'একজন কীর্তিমান পুরুষের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তার যোগ্যতা ও কীর্তির পিছনে অবশ্যই কোন নারীর অবদান আছে।' ইতিহাসে এই উক্তির যথার্থতা বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৮৩ সালে আম্মাজান ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন–বেহেশতী মাকবেরা রাবওয়াতেও তাঁর কাতবা ইয়াদগার স্থাপিত রয়েছে।

আমাদের আব্বাজান মরহুম মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব জামাতের একজন প্রখ্যাত সফল মোবাল্লেগ ছিলেন এবং এই উপমহাদেশে আহমদীয়াতের জন্য যে উল্লেখযোগ্য-খেদমত করে গেছেন–এর পেছনে আম্মাজানের বিশাল অবদান ছিল। আমাদের গোটা সংসারটাকে আম্মা এমনভাবে আগলে রেখেছিলেন যে, এই বিষয়ে আব্বাকে কোন দিনই পেরেশান হতে দেন নি। এই কারণেই আব্বার পক্ষে এমন নিশ্চিত-মনে দ্বীন-ইসলামের, তথা আহমদীয়াতের নিরলস খেদমত করে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং আমরা মনে করি, আব্বাজানের সমস্ত দ্বীনি খেদমত এবং তার যাবতীয় সদকায়ে জারিয়ায় আম্মাজানেরও অংশ থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে বলবো, মাতা-পিতার জন্য সন্তানদের নিয়মিত দোয়া করা উচিত। এই দোয়া স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শেখানো হয়েছে বিধায় এর কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। দোয়াটি হচ্ছে :–

"রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা"

অর্থ: হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের (পিতা-মাতা) প্রতি সেভাবে অনুগ্রহ কর যেভাবে তারা দু'জন শৈশবে আমাকে (অনুগ্রহের সাথে) লালন পালন করেছিলেন...আমীন।

সৈয়দ মমতাজ আহমদ

লেখক : মরহুমার জ্যেষ্ঠ সন্তান (বড় ছেলে)

পরিশিষ্ট

আম্মাজান [মরহুম সৈয়দা রাজিয়া বেগম সাহেবা] সেই প্রথম থেকে জামাতের সর্বপ্রকার তাহরীকে শামিল হতেন এবং দোয়ার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ও অটল বিশ্বাস। বিষয়টি আমাদের বর্তমান নতুন প্রজন্মের সবার জন্য ঈমানবর্ধক ও শিক্ষণীয়। সেকালে মানি অর্ডার ও পত্র যোগাযোগ, ইত্যাদির প্রধান মাধ্যম ছিল ডাক-বিভাগ। ভারত বিভক্তি-পূর্বকালের এতদ্বিষয়ক কয়েকটি নমুনা নিম্নে দ্রষ্টব্য :

[প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন চালের দাম ছিল দশ টাকা প্রতি মণ]

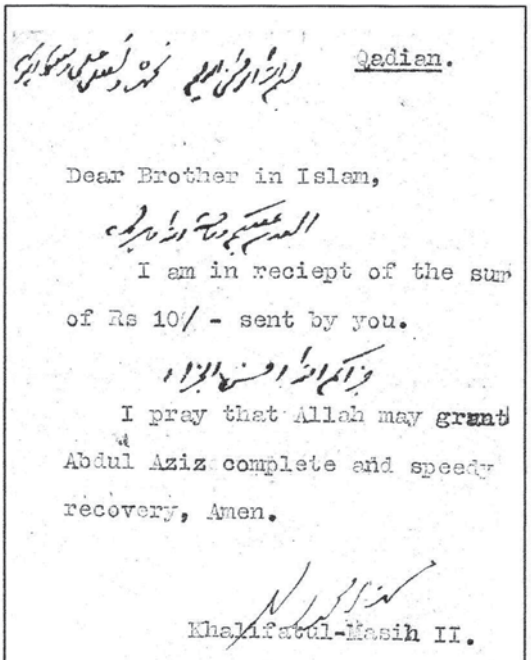
Qadian.

Dear Brother in Islam,

I am in reciept of the sum of Rs 10/- sent by you.

I pray that Allah may grant Abdul Aziz complete and speedy recovery, Amen.

Khalifatul-Masih II.

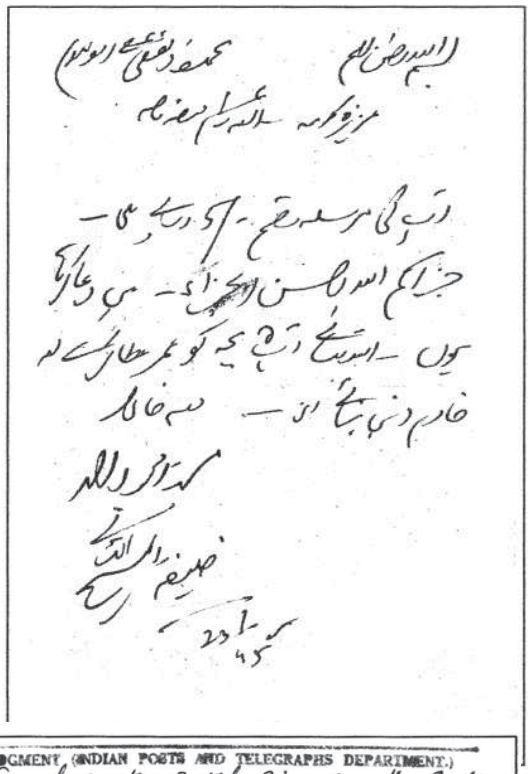

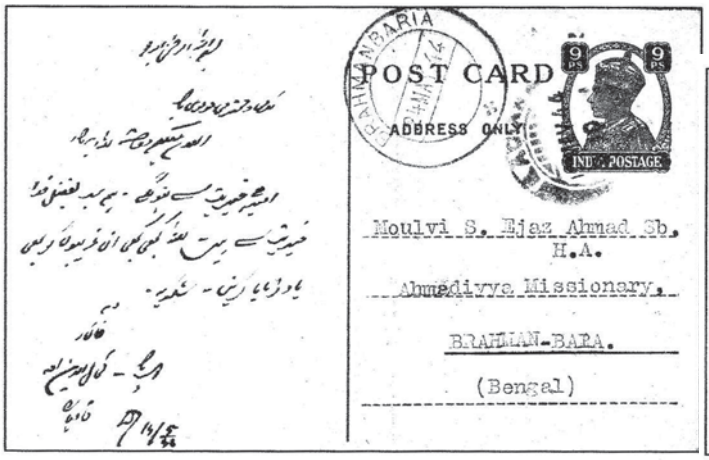

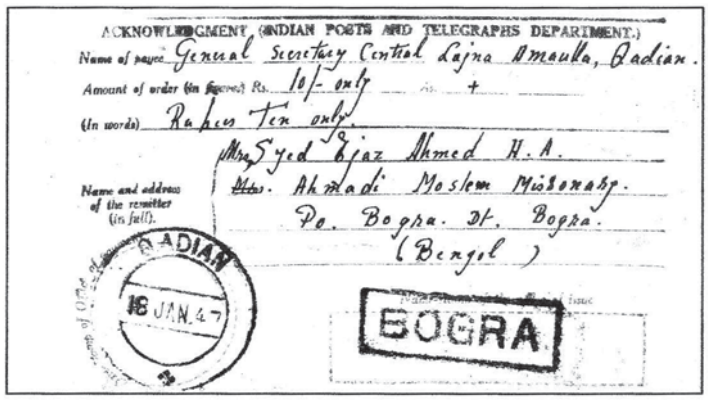

আমার বয়আত গ্রহণ ও ঐশী দিনর্শন

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

আমি আমার দাদা দাদী এবং মায়ের দোয়ায় এ যুগের ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে চিনতে ও মানতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ্‌। তাদের দোয়া সর্বদা আমার সঙ্গে আছে। ১৯৬৭ সালে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর থানা কুড়িমারা গ্রামে প্রধান বংশে আমার জন্ম হয়। ১৯৭১ সালে যখন আমার বয়স চার বছর তখন 'মা' মোছাঃ ফুল বানু' কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তেকালের সময় তিনি দু' ভাই চার বোন রেখে যান। মা, চলে যাওয়ার ছয় মাস পর সবার ছোট বোন 'নাজমা' সেও চলে যায়।

তখন আব্বা মোহাম্মদ রজব আলী প্রধান আমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকত। মা মারা যাওয়ার চার বছর পর আব্বা দ্বিতীয় বিবাহ করে কাছে থেকেও দূরে সরে গেল। দাদা দাদী আমাদের লালন-পালন করে। আমি গ্রামে প্রাইমারী স্কুল পাশ করার পর তিন বছর বিশ্বনাথপুর সালেমিয়া হোসাইনিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসায় লেখাপড়া করি। তখন দাদা মোহাম্মদ নেজাফত আলী প্রধান ইন্তেকাল করেন। বন্ধ হল আমার লেখা পড়া। আবার ১৯৮৭ সালে দাখিল পরীক্ষার একমাস আগে দাদী মারা যান, যিনি আমাদেরকে মায়ের কথা মনে করতে দেননি। আমি তখন আদু মাষ্টার সাহেবের বাড়ীতে লজিং থাকি। আমি দাদীর কিছুটা সেবা করি। দাদী আমাকে বলল, আমি দোয়া করি আল্লাহ্‌ তোমাকে অনেক বড় আলেম বানাক। আমার দোয়া সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবে।

সত্যই আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন আর এটা আমার সৌভাগ্য। এছাড়া ফাজেল, কামেল পাশ এবং অনেক

আলেমদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। দীর্ঘ ছয় বছর আহমদনগর জামাতে দেহাতী মোয়াল্লেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করারও খোদা তৌফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

যে সকল আলেমের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে অথবা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে নিয়ে কথা বলেছি, তখন আমার মনে হয়েছে তারা কোন লেখা পড়া করেনি। একবারে শিশু বাচ্চা। এটা আল্লাহ্‌র বিশেষ দয়া।

আমি যখন জহরা গোল পুকুর পার দাখিল মাদ্রাসায় ৯ম শ্রেণীতে পড়ি তখন ১৯৮৭ সালে কিছু দিন জামাতে ইসলামী রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করি কিন্তু তাদের কাজ কর্ম আমার ভাল লাগত না। তাই তাদের সাথে সঙ্গ দেয়া ছেড়ে দেই।

আমি জামাতে ইসলামী বাদ দিয়ে নামায পড়ে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে 'সিরাতুল মুস্তাকিমের' পথ দেখাও। এই দোয়া দীর্ঘ একমাস করার পর একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্নে দেখি, আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে কিছু দক্ষিণে তারপর পূর্ব দিকে যাচ্ছি। রাস্তার ডানে পুকুর বামপাশে মসজিদ, মসজিদের সামনে গোরস্থান। পুকুর পাড় ও গোরস্থান এ দুইয়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা। আমি স্বপ্নে দেখি মসজিটি অন্ধকার, আর এ মসজিদে আমি সব সময় নামায পড়ি। পুকুর ও মসজিদের মাঝখানে যাওয়ার পর, আমার সামনে অপরিচিত এক ব্যক্তি দাঁড়ালো। লোকটি অনেক উচা-লম্বা, গায়ের রং খুব কাল ও অনেক মোটা তাজা, সে আমার সামনে দু'হাত দু'দিকে দিয়ে আমাকে আটকিয়ে বলল, এদিকে যাবে না, আমি বললাম কেন? লোকটি বলল, এদিকে এক ভন্ড লোক আছে, গেলেই বয়আত করায়। আমি তার ডান হাতে ধরে নিচদিকে ধাক্কা

দিয়ে চলে গেলাম, আর বললাম, আমার এলাকায় ভন্ড লোক এসে বয়আত করাবে, আর আমি জানব না? রাগ দেখিয়ে চলে গেলাম গোরস্থান পার হয়ে। তারপর দেখি খুব সুন্দর এক মসজিদ আলোতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বড় বারান্দা আছে। আমি প্রথমে বারান্দায় ডান পা রাখি, ঠিক তখনই এক লোক এসে বলল, 'বাবা' তুমি সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ খোজছ, এখানে বয়আত করলে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ পাওয়া যায়। এ লোকটি আমার পরিচিত; তারপর বারান্দা দিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দেখি মসজিদের ভিতরে আরও সুন্দর, আলো ঝলমল করছে। মিম্বরের সামানে একজন মওলানা সাহেব পূর্বমুখী হয়ে বসে আছেন, সামনে ছোট একটি টেবিল এতে কুরআন শরীফ আছে, মওলানা সাহেবের শরীর থেকে যেন সাদা নূর চমকাচ্ছে। এসব দেখে আমার হৃদয় সাক্ষি দিল যে, এ লোক কখনো মিথ্যাবাদী, ভন্ড, প্রতারক হতে পারে না। এ লোক নিশ্চয় সত্যবাদীর অন্তর্ভুক্ত। তখন খুব দ্রুত গিয়ে বললাম, আমার বয়আত নিন। মওলানা সাহেব বললেন, না, আপনাকে বয়আত করান যাবে না, কারণ আমার সম্পর্কে কিছু জানেন না। আমি বললাম, আগে বয়আত করান। আপনার সম্পর্কে পরে জেনে নিব। তখন তিনি আমার বয়আত নিলেন। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সজাগ হয়ে দেখি আব্বা আমাকে ডাকছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে মসজিদে যাই এবং নামায পড়াই। নামাযের পর আব্বার কাছে স্বপ্নের বর্ণনা করি। আব্বা বললেন, স্বপ্ন স্বপ্নই থাকে।

আমার বয়আত : স্বপ্ন দেখার পর থেকে আমি চিন্তা করি, এমন সুন্দর মসজিদ কোন দিন দেখিনি, এ মওলানা সাহেবকেও কোন দিন দেখিনি। কিন্তু যে লোক স্বপ্নে তবলীগ করেছে, সে লোকটিকে আমি চিনি। আমাকে ছোট বেলা টিকা দিয়েছিল, মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়ি আসে, তাকে আমার আব্বা ভাইসাব বলে ডাকে। তার বাড়ি কোথায় তা জানি না, কোথায় গেলে তাকে পাব। মওলানা আবুল আতা মওদুদী সাহেবের লেখা তফসীর এবং মাদ্রাসার তফসির ও মিশকাতের হাদীস আমার থাকার বাংলা ঘরে সব সময় থাকে তাছাড়া আমি তখন দাখিল পরীক্ষা দিয়েছি সে কিতাবগুলোও থাকে।

স্বপ্ন দেখার পর চার দিন হল, সব সময় স্বপ্নের কথা মনে থাকে। চার দিনের দিন তফসির পড়ছি। এমন সময় ডা. আব্দুল হেকীম সাহেব তার এক ছেলে শফিক সাহেব বাই সাইকেল দিয়ে আমাদের বাড়ি আসে। সাইকেল রেখে ডাঃ সাহেব এক পা ঘরের ভিতরে আরেক পা বাইরে এমন অবস্থায় কি জানি ভেবে প্রায় আধা ঘন্টা সময় চুপ করে আছে পিছনে শফিক সাহেব দাঁড়ানো আছে কেউ কিছু বলছে না, অন্যদিকে আমিও এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ডাঃ সাহেবের দিকে, আর স্বপ্নের কথা ভাবছি যে এ লোকটি আমাকে স্বপ্নে তবলীগ করেছে। প্রায় আধা ঘন্টা পর আমি বললাম কাকা ভিতরে আসেন। তখন দু'জনেই ভিতরে গেলেন। ডাঃ সাহেব বললেন, বাবা আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। আমি নিজ হাতে গ্লাস পরিষ্কার করে এক গ্লাস পানি এনে দেই। পানি খেয়ে শুকর গুযার করেন তিনি। তখন শফিক সাহেব বললেন, ভাই আমাকেও এক গ্লাস পানি দেন। আমি

আবার আরেক গ্লাস পানি এনে দেই। ডাঃ সাহেব বললেন, তোমার ছোট ভাই ও অন্যদের নিয়ে এস, টিকা দিব।

টিকা দেওয়া শেষ হল, আমি বললাম, আপনার সাথে আমার কথা আছে। ডাঃ সাহেব বললেন, কি কথা বল। আমি বললাম এখন না। কোন সময় কোথায় আপনাকে একা পাওয়া যাবে। তিনি বললেন, প্রতিদিন সকাল আটটা পর্যন্ত আর শুক্রবার সারাদিন বাড়িতে থাকি। এ বলে ডাঃ সাহেব চলে গেলেন। পরের দিন একজনকে জিজ্ঞাসা করে ডাঃ সাহেবের বাড়ির ঠিকানা জেনে নেই। ডাঃ সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার চার দিনের দিন ফজরের নামায পড়ে তার বাড়ি যাই এবং

তার সাথে কথা বলি। আমি জানতে চাই, আপনার ধর্ম কি? তিনি বললেন, আমি মুসলমান, আমার ধর্ম ইসলাম। লোকেরা কেউ বলে কাদিয়ানী, কেউ বলে খৃষ্টান, কেউ বলে কাফের। আমি বল্লাম কেন এমন বলে কেন?

তখন তিনি বললেন, কুরআন ও হাদীসে আছে, এ যুগে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আসবেন, আর আসলে তাকে মানতে হবে, নয়ত মুসলমান থাকা যাবে না। এখন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলায় কাদিয়ান নামক গ্রামে এক ব্যক্তি, তাঁর নাম মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব এ যুগের ইমাম মাহ্‌দী (আ.) হওয়ার দাবি করেছেন। আমি কুরআন ও হাদীস অনেক যাচাই বাছাই করে তাঁর দাবি সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁর উপর ঈমান এনেছি। এজন্যে লোকেরা যার যা মন চায় তাই বলে।

আমি বললাম, দেখুন হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কলেমা পড়ে এবং সে বিশ্বাসের উপর চলে এবং নামায পড়ে, যাকাত দেয়, রমযান মাসে রোযা রাখে এবং যাদের হজ্জ করার মত টাকা আছে সে হজ্জ করে সে ব্যক্তি মুসলমান। আপনাদের বিষয়ে জানার জন্য কোন বই পুস্তক আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। এ কথা বলে, মহাসুসংবাদ, আমাদের শিক্ষা, আহ্বান এ তিনটি বই এনে আমাকে দেন। আর বলেন, বইগুলো তিন বার করে পড় আর কুরআন হাদীসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। আমি বইগুলো নিয়ে বাড়ি এসে এক একটি বই তিন, চার বার করে পড়ি। আবার চারদিনের দিন সকাল বেলা ডাঃ সাহেবের বাড়ি যাই। যাওয়ার সময় একটি কাগজে অনেক কিছু প্রশ্ন লেখে নেই। তিনি সকল প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিলেন। সে দিন ডাঃ সাহেব আমাকে আহমদী জামাতের তফসীর ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের তফসির দিলেন। আমি এগুলো নিয়ে এসে মনযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করি।

দু'দিন পর একদিন সন্ধ্যার সময় আমি চারটি তফসির এক সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি আর আহমদীয়া জামাতের বইগুলো টেবিলের উপর আছে। এমন সময় মৌলভী নূরুল ইসলাম প্রতিবেশী হিসেবে

চাচাত ভাই হয় সে এসে আমার ঘরে ঢুকে খাটের উপর বসে। বইগুলো দেখে মহাসুসংবাদ বই হাতে নিয়ে যখন দেখল আহমদীয়া মুসলিম জামাত লেখা তখন সে বইটিকে টেবিলের উপর ঢিল মেরে বলল, কাফেরদের বই এখানে কেন? আমি বললাম, তুমি ভুল করছো এমনকি অন্যায় করেছ কেননা এখানে পবিত্র কুরআনের আয়াত রয়েছে। আমরা জানি, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতকে যে অসম্মান করে সে কাফের। অতএব তুমি যা কিছু করেছ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। সঙ্গে সঙ্গে মৌলভী আমার আব্বার ঘরে গিয়ে বলে, আপনার ছেলে হেলাল কাদিয়ানী হয়ে গেছে। তখন আব্বা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাস করেন যে, নুরু যে কথা বলেছে সেটি কি সত্য না মিথ্যা? আমি বললাম, সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছে। কুরআনের আয়াতকে অপমান করেছে এ মৌলভী।

(চলবে)

নবীনদের পাতা-

ইসলামী ইবাদতের শ্রেণীবিভাগ, ইসলামের স্তম্ভ এবং নামাযের গুরুত্ব

ইসলামী ইবাদতের শ্রেণীবিভাগঃ

নীতিগতভাবে ইবাদত দুইভাগে বিভক্ত। সাধরণ ইবাদত এবং বিশেষ ইবাদত। সাধারণ ইবাদতের সম্পর্ক সাধারণতঃ হুকুকুল ইবাদত এর সাথে। এদিক থেকে মানুষ যে কাজই করুক, যদি সেটা ব্যক্তিগত হয়, অথবা সম্মিলিত, খোদা তাআলার খাতিরে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে এবং সেটা মানবতার খেদমতের সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সেটা ইবাদত এবং এর মাঝে সোয়াব ও উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই প্রধান বিষয়কে সর্বদা সামনে রাখা, এটাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেওয়া আর ইবাদতের ভিত্তিগত উদ্দেশ্যকে সঠিক অর্থে অর্জন করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে বিশেষ ইবাদতেরও আদেশ দিয়েছেন। এই বিশেষ ইবাদত পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যেগুলোকে আরকানে ইসলাম বা ইসলামের স্তম্ভ বা ভিত্তি বলা হয়। অর্থাৎ এমন স্তম্ভ, যার উপর ইসলামের ইমারত দাঁড়ানো।

ইসলামের স্তম্ভ বা ভিত্তিসমূহ

ইসলামের ভিত্তিসমূহের মধ্যে প্রথম ভিত্তি বা স্তম্ভ হচ্ছে কলেমা শাহাদত। অর্থাৎ এই স্বীকারোক্তি প্রদান করা আর সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য ও মাহবুব নেই, আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তাআলার রসূল। তিনিই আল্লাহ্ তাআলার বাণী নিয়ে এসেছেন এবং ইসলামের সমস্ত আদেশাবলী তিনিই এসে বলেছেন।

এই স্তম্ভ সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে নামায পড়া, তৃতীয় হচ্ছে যাকাত দেওয়া, চতুর্থ হচ্ছে রমযানের রোযা রাখা এবং পঞ্চম হচ্ছে কাবা ঘর যিয়ারত করার জন্য মক্কা যাওয়া, অর্থাৎ হজ্জ করা। ইসলামের এই পাঁচটি স্তম্ভের বিশ্লেষণ সৈয়্যদনা হযরত উমর (রা.) এর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, যার মধ্যে তিনি বর্ণনা করেন যে, একদিন হুযূর (সা.) তাঁর সাহাবা কেরামদের (রা.) মাঝে এসেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি আসলো, তার চুলের গুচ্ছ কালো ছিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধানকৃত ছিল। একদমই মনে হচ্ছিল না যে, সে কোথাও বাহির থেকে সফর করে এসেছে, তার কাপড় না ময়লা ছিল, আর না তার হাতে-পায়ে কোন ধুলো-বালির চিহ্ন ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেউই তাকে চিনতাম না। তাই আমরা আশ্চর্যান্বিত ছিলাম, এই ব্যক্তি কে? সে আদবের সাথে দুই হাটু গেড়ে হুযূর (সা.) এর সামনে বসে পড়লো। সবার প্রথমে সে এই প্রশ্ন করলো

যে, ইসলাম কি? হুযূর (সা.) বললেন, এই যে তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই আর মুহাম্মদ (সা.) তার রসূল। দ্বিতীয়, তুমি নামায পড়। তৃতীয়, যাকাত দাও। চুতর্থ, রমযানের রোযা রাখো। পঞ্চম, যদি তোমার সামর্থ থাকে, তাহলে জীবনে একবার বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ কর। এতে সেই ব্যক্তি বললো, হুযূর সত্য বলেছেন।

আমরা প্রথমেই আশ্চর্যান্বিত ছিলাম এখন আরোও আশ্চর্য হলাম যে, অদ্ভুত মানুষ, নিজেই জিজ্ঞাসা করে আবার নিজেই সায় দিয়ে যাচ্ছে। এরপর সে জিজ্ঞাসা করলো, ঈমান কি? হুযূর (সা.) বললেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ্ তাআলার উপর, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর আর তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আনো এবং শেষ-দিবসের উপর বিশ্বাস রাখো, আর ভাল মন্দের নিয়তি এবং তার উপযুক্ততা বা সঠিক সময়ে হওয়ার উপর যেন তোমার বিশ্বাস থাকে। অত:পর সে জিজ্ঞাসা করলো, ইহ্‌সান কি? হুযূর (সা.) বললেন, ইহ্‌সান এই যে, তুমি আল্লাহ্ তাআলাকে এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহ্ তাআলাকে দেখছো আর যদি তোমার এই মর্যাদা অর্জন না হয়, তাহলে কমপক্ষে তোমার মধ্যে এই অনুভূতি অবশ্যই হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে সর্বদা দেখছেন। এরকম আরো কিছু প্রশ্ন সে করলো, আর হুযূর (সা.) তার উত্তর দিলেন। এরপর সে চলে গেল। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর চলে যাবার পর হুযূর (সা.) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, উমর তুমি জানো, ইনি কে ছিলেন? ইনি জিবরাঈল ছিলেন, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম শিখানোর জন্য এসেছিলেন। (তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, পৃ: ৮৫ এবং মিশকাত, কিতাবুল ঈমান পৃ: ১১)।

এই বিশ্লেষণ-ধর্মী রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন নামায আর এর বিশ্লেষণাত্মক আহকাম বর্ণনা করা এখন আমাদের মূল বিষয়।

নামাযের গুরুত্ব

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে নামায পাড়ার জন্য বার বার তাকিদ দেন আর নিয়মিতভাবে নামায আদায়কারীর প্রশংসা এবং আদায় না কারী অথবা এতে দুর্বলতা প্রদর্শন কারীদেরকে তিরস্কার করেন। সুতরাং তিনি বলেন, রহমান খোদার প্রকৃত-বান্দা তারা যারা নিজেদের নামাযের হেফাজত করে। (সূরা আল মু'মেনুন : ১০) এবং এতে কায়েম থাকে। (সূরা আল মা'আরেজ : ২৪)। এভাবে আরো এক জায়গায় বলেন, নামাযের হেফাজত কর, বিশেষভাবে সেই নামাযের যা কাজ-কর্মের মধ্যবর্তী সময়ে আসে। (বাকারা : ২৩৯)

আবার বলেন–যারা নামায পড়ে না, তারা জাহান্নামে যাবে (আল মুদ্দাসের : ৪৩-৪৪)। নামাযে অলসতা এবং দুর্বলতা অবলম্বনকারীর অবস্থা হতাশার যোগ্য। (আল মাউন : ৪-৫)।

হযরত নবী করীম (সা.) এর হাদীসের মধ্যেও নামাযের অনেক তাকিদ ও ফজিলত এসেছে। অতএব, হুযূর (সা.) বলেন, নামায ধর্মের স্তম্ভ, যে নামায নিয়মিতভাবে পড়েছে, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর যে এটাকে পরিত্যাগ করেছে, সে ধর্মকে নিচে নামিয়েছে আর এর ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে নামায। একবার তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সবার প্রথমে নামাযের হিসাব নেয়া হবে। আর একবার সাহাবাদের (রা.) সামনে নামাযের ফযিলত সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যে-বক্তির দরজার পাশ দিয়ে পরিষ্কার স্বচ্ছ পানির নদী প্রবাহিত হয়, আর সে তার মধ্যে দিনে পাঁচবার গোসল করে, তাতে যেভাবে তার শরীরে ময়লা থাকতে পারে না, তেমনিভাবে সেই ব্যক্তির অভ্যন্তরও অপরিষ্কার থাকতে পারে না এবং না তার মধ্যে কোন নোংরামী অথবা গুনাহের ময়লা থাকতে পারে, যে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে (বুখারী, মাওয়াকীতুস সালাত)।

হযরত উমর (রা.) বলতেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ আমার নিকট নামায। যে এটাকে নষ্ট করলো, সে সবকিছু নষ্ট করলো। অর্থাৎ-এমন অবস্থায় সেই ব্যক্তির কোন কাজকর্মই প্রশংসার যোগ্য মনে করা যেতে পারে না।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, নামায প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। হাদীসে এসেছে, হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট এক গোত্র ইসলাম নিয়ে আসলো আর বললো যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমাদেরকে নামায মাফ করে দেয়া হোক, কেননা-আমরা ব্যবসায়ী মানুষ, গবাদী পশু, প্রভৃতির কারণে কাপড়ের কোন ভরসা হয় না, আর না আমাদের অবসর আছে। তখন তিনি (সা.) এর উত্তরে বলেন, দেখো, যখন নামাযই নেই তো আছে কি? নামায এটাই যে, নিজের বিনয় ও প্রার্থনা আর দুর্বলতা সমূহকে খোদার সামনে উপস্থাপন করা আর তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজনীয় সমাধান চাওয়া। কখনও তাঁর মহানত্ব ও তাঁর আদেশাবলীকে মান্য করার খাতিরে হাত বেঁধে খাড়া হওয়া, আবার কখনও পরিপূর্ণ বিনয় ও নম্রতার সাথে তাঁর সামনে সিজদায় পরে যাওয়া, তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজনাদী চাওয়াই হচ্ছে নামায। একজন যাচনাকারীর মত, কখনও সেই মাসউল অর্থাৎ যার নিকট চাওয়া হচ্ছে তাঁর প্রশংসা করা যে, তুমি এমন, তুমি তেমন, তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার বর্ণনা করে তাঁর রহমতকে কম্পিত বা ঝাকুনি দেয়া, তারপর তাঁর কাছে চাওয়া। অতএব, যে ধর্মে এটা নেই, সেই ধর্ম ধর্মই নয়। মানুষ সর্বদা তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী অর্থাৎ-আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর সন্তুষ্টির পথ চাইতে থাকে, আর তাঁর নিকট তাঁর ফজলের কামনাকারী হয়.....। খোদা তাআলার ভালবাসা, তাঁর ভয়, তাঁর স্মরণে মন লেগে থাকার নাম নামায আর এটাই ধর্ম। (মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ; ২৫৩-২৫৪)

খোদা তাআলা পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে। যার মধ্যে মানুষের পরিশ্রম, চেষ্টা, সাধনার প্রয়োজন হয়। এভাবে ঈপ্সিত লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছার জন্য, অর্থাৎ খোদার নৈকট্য অর্জন করার জন্য নামায একটি গাড়ি, যার উপর আরোহন করে সে অতি দ্রুত খোদা তাআলাকে পেতে পারে। আর যে নামায পরিত্যাগ করেছে, সে কিভাবে খোদাকে পেতে পারে? (মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ২৫৫)।

নামায থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন অযিফা নেই। কেননা, এর মধ্যে খোদার প্রশংসা রয়েছে, ইস্তেগফার রয়েছে এবং দরূদ শরীফ আছে। সমস্ত দোয়া দরূদের সমষ্টিই হচ্ছে নামায। আর এর থেকে সব ধরনের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর হয়, আর সমস্যাবলীর সমাধান হয়.....। নামায যথাযথভাবে শুদ্ধ করে এবং বুঝে শুনে পড় আর সুন্নত সম্বলিত দোয়ার পরে নিজের জন্য নিজ ভাষায়ও দোয়া কর। এ থেকে তোমার হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জন হবে। আর খোদা তাআলা চান তো সমস্ত সমস্যা এর মাধ্যমে সমাধান হয়ে যাবে। নামায খোদাকে স্মরণ করার মাধ্যম। এইজন্য খোদা তাআলা বলেন– ***আকিমিস সালাতা লিযিকরি*** (সূরা ত্বাহা : ১৫) অর্থ : আমারই স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। (মালফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃ: ৪৩২-৪৩৩)

(অনুবাদ –ফিকাহ্ আহমদীয়া, ১ম খন্ড, পৃ: ১১-১৪)

অনুবাদ: আসিফ আহমদ

কবিতা-

এক ঝলকে–
ঈমান বাঁচানোর কৌশলে

মোহাম্মদ আব্দুস সালেক
শ্যামপুর, রংপুর

মেনা-নগর হাড়িয়ার কুঠি, তারাগঞ্জ, জেলা রংপুর –
২৩শে কার্তিক ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, ঘটিকা এক দুপুর
অঘটন এক ঘটাইয়াছে ভাই জঙ্গী কায়দায়,
আযান শোনাও ও দরদী, করিস না-কো দেরী আর!
ন্যায় বিচার পাইতে মু'মিন, করছে দোয়া বেশুমার।

চোখের জলে বুক ভেসে যায়, আকাশ পানে ফিরে তাকায় ॥
ওগো আল্লাহ্! একি শুনি, তোমার ঘর-কে জ্বালিয়ে দেয়?–
তোমার ঘরে তোমার নাম লইতে যারা বাধা দেয়
এরাই কি-না মুসলিম জাতি, ভাবতে ইসলামও লজ্জা পায়।

নারী ও শিশুর কান্নার রোলে, করছে মানুষ হায় হায়,
ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া মু'মিন, লুকাইয়া শুধু ঈমান বাঁচায়।
নিরাপত্তায় ছিল যারা পুলিশ ছাড়া নয়কো আর কেউ তারা।
মোল্লার চাপে আজিকে সবাই কর্তব্য-জ্ঞান হারা।

সাংবাদিকের উপস্থিতিতে লুট-পাট করিল যারা,
আগুনও লাগাল নির্দ্বিধাতে ঘর-বাড়ীতে তারা,
মেনা-নগর হাড়িয়ার কুঠি, তারাগঞ্জ জেলা রংপুর।
আযান শোনাও! ও দরদী করিস না-কো দেরী আর
ন্যায় বিচার পাইতে মু'মিন করছে দোয়া বে-শুমার।

সাংবাদিকসহ আহত পুলিশ, সংখ্যাতে পনেরো দাঁড়ায়
ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া মু'মিন, লুকাইয়া শুধু ঈমান বাঁচায়।

প্রশাসনের এমন উক্তি সাধুতায় শয়তানের ফস্‌কি
সার্চ কমিটি করবে গঠন, ঐ ঘটনায় যারা দিয়েছে ইন্ধন।
এই রকম ঘটনা যত, বর্ণনা করিবো কত!
বিশ্ববাসী সবার জানা, মু'মিন কিন্তু হার মানে না।
বিশ্ব নবীর (সা.) মহান উক্তি কোরবানীতে রইছে মুক্তি
শোনাও আযান! ও দরদী, করিস না-কো দেরী আর
ন্যায়বিচার পাইতে মু'মিন, করছে দোয়া বেশুমার।

বন্ধ কর জ্বালাও পোড়াও, অন্যায়-হিস্‌সার বাটোয়ারা
সময় থাকিতে হিসাব কর, হইওনা কেউ বে-পরোয়া
হাকামান আদলান যিনি, ন্যায় বিচার করবেন তিনি।
খোদার হুকুম পালন হবে, রইবে না আর অবিচার
আযান শোনাও! ও দরদী করিস্ না-কো দেরী আর।

সুসংবাদ দিয়েছেন নবীজী (সা.)
আল মাহ্‌দীর (আ.) নিকট বয়আত নেবার।
সেই কারণে বয়আতী যারা,
আহমদী মুসলিম জামাতের সদস্য তারা।
বিশ্বজগত খোঁজ করো, সঠিক ইসলাম বের কর,
খিলাফতের রজ্জু ধর, যুগ ইমামকে মান্য কর
কুরআন, সুন্নার নির্দেশনা, হাদীস ফেকায় পুর্ণমনা–
মুর্খ হয়ে বসে থেকোনা, আবু জেহেলের মত।
আযান শোনাও ওদরদী, করিস্ না-কো দেরী আর
ন্যায় বিচার পাইতে মু'মিন, করছে দোয়া বে-শুমার।

তৌহিদের ঐ পতাকাখানী, জগত মাঝে উড়ছে জানি
দেখবে যদি খোদার শান, বিলীন হও লা-শরীক আল্লাহয়।
আল্লাহ্ সত্য, রসূল সত্য, সত্য আল-কুরআন,
একই সাথে মাহদী সত্য হাকামান আদালান ॥

নজলুল মাহ্‌দী

আবদুল মাবুদ হুলাইনী, চট্রগ্রাম

আমি যখন দিনের দাওয়াত দিতে যাই, তখন যে বাস্তব-কথাগুলো উঠে আসে, তা হলো:–
বড় বড় আলেম, মুফতী মোহদ্দেসরা বলে থাকে, পৃথিবীতে এখন কেয়মতের আলামত চলতেছে। তখন তাদেরকে আমি উল্টো প্রশ্ন করি, তাহলে ইমাম মাহদী (আ.) কোথায়? কেয়ামতের পূর্ণ-আলামত যদি চলতেই থাকে, তাহলে তো ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এসে দিনের দাওয়াত দিয়ে চলে গিয়েছে তখন তারা খল খল করে হেসে যে-কথাগুলো বলে, এ তারই চিত্র।

যদি বলে আলামত চলছে কেয়ামতের
তবে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে বিশ্বব্যাপী মাহদীয়াতের
যদি বলি এসে চলে গিয়েছে ইমাম মাহ্‌দী
দিয়েছে পথের দিশা, মিটাইল আত্মার পিপাসা।

করিয়া গঠন সত্যপথের জান্নাতী দল
চল, চল, চল, হে পথিক সত্য পথে মোরাই জান্নাতী দল।
নরাধম, মিথ্যাবাদী কাঠমোল্লার দল
বলে বেড়ায় দাঁত কেলিয়ে হেসে খল–খল।

বলে বেড়ায় কি সাংঘাতিক মিথ্যা কথা
ইমাম মাহ্‌দীর খোঁজ করাই বৃথা,

যদি এসে থাকে কোথায় মাহ্‌দীর রণ-হুংকার,
কোথায় লক্ষ লক্ষ কাফেরের মৃত্যু হাহাকার
কোথায় যুদ্ধের দামামা, কোথায় বারুদের অনল।

দাঁত কেলিয়ে বলে বেড়ায়, বেড়ায় হেসে খল-খল
রক্তের হোলি খেলার জন্য কর কানাকানী
ধর্মযুদ্ধ রহিত হবে, কলমের যুদ্ধ শুরু হবে।

এটাই আমার আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) এর বাণী,
রাসূল (সা.) এর প্রকৃত অনুসারী মোরা,
তাই অকুণ্ঠ চিত্তে তা' কেবল আমরাই মানী।

তোমার এই ঝর্ণাতলায়

(উৎসর্গ: বাংলাদেশের আহমদীয়াতের পঞ্চম প্রজন্মের একজন– কাশিফা হাবিব-কে)

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে যাই ধর্মের জারি গাইয়া
শোনেন-শোনেন বিশ্ববাসী, শোনেন মন দিয়া।
শতবর্ষে বাংলাদেশে জামাত আহমদিয়া
জামাত পাইল একশত উনিশ খোদার দয়া নিয়া।।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সরাইল, নাটাই, বাশারুক, বিষ্ণুপুর
ক্ষুদ্র-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তালশহর, দুর্গারামপুর,
আখাউড়া, তারুয়া, ক্রোড়া, শালগাঁও, শাহবাজপুর
ঘাটুরা- মিলিয়া চৌদ্দ জামাত ভরপুর।।

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ফতুল্লা, তেজগাঁও, মিরপুর,
রিকাবিবাজার, আশুলিয়া, ভৈরব, গাজীপুর,
নরসিংদি, সোনারগাঁও, মুন্সিগঞ্জ, চরসিন্দুর
বৃহত্তর ঢাকার তের জামাত সুমধুর।।

বীরপাইকশা, তেরগাতী, হোসনাবাদ, জামালপুর
কটিয়াদী, ধানীখোলা, ময়মনসিংহ, বাজিতপুর,
সরিষাবাড়ী, বানিয়াজান, বকশীগঞ্জ, ছোনটিয়া
ফুলবাড়িয়া, গালিমগাজি, চাঁনতারা, রাংটিয়া
সোহাগী-সতরটি জামাত-মোমেনশাহী দিয়া।।

কৃষ্ণনগর, পটুয়াখালী, খাকদান, কুকুয়া,
বরিশাল, কাউনিয়া আর বড় বাইশদিয়া
সাতটি জামাত বৃহত্তর বরিশাল জেলায়
উথাল-পাথাল নদীর জলে কি সুন্দর দেখায়।।

পশ্চিম শকদী, কুটিরহাট, ফাজিলপুর, চরদুখিয়া,
চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, অম্বরনগর, মাহিল্লা,
নোয়াখালী-চাঁদপুর-চট্টগ্রাম-কুমিল্লায় এই জামাত
দোয়া করে অষ্টপ্রহর তুলিয়া দুই হাত।।

চানপুর চা বাগান, হবিগঞ্জ-জামালপুর,
ইসলামগঞ্জ, পাগুলিয়া, উমেদপুর
শেলবরষ, সিলেট, বীরগাঁও, বড়চর,
হাওর-বাওর সিলেট জেলায় নবরত্নকর।।

বলিয়ানপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, ভেটখালী,
বটিয়াপাড়া, নওবেকী, সুন্দরবন, উথলী,
চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, উত্তর ভবানীপুর
রঘুনাথপুরবাগ, ঘড়িলাল, যশোর, সন্তোষপুর।।

স্বর্পরাজপুর, নাসেরাবাদ, শৈলমারী,
খুলনা বিভাগ জুইড়া আছে আঠার জামাত তারই
রয়েল বেঙ্গল টাইগার সম গর্জন করিতেছে
নতুন-নতুন সম্ভাবনা উঁকি মারিতেছে।।

রাজশাহী, তাহেরাবাদ, বড়হাট, পুরুলিয়া
পাবনা, নূরনগর, মেরীগাছা, তেবাড়ীয়া
মহারাজপুর, নিউসোনাতলা, কাফুরিয়া
কিসমত মেনানগর, শ্যামপুর, রংপুর, বগুড়া।।

লালমনিরহাট, মাহীগঞ্জ, গাইবান্ধা, সৈয়দপুর,
হেলেঞ্চাকুড়ি, ভাতগাঁও, জগদল, দিনাজপুর,
ক্ষুদ্রপাড়া, আহমদনগর, শালসিড়ি, ডোহান্ডা,
কমলাপুকুরি, বীরগঞ্জ, সৈয়দপুর-বাগমারা।।

নাজিরপুর বাজার, সিরাজগঞ্জ, চড়াইখোলা,
তেত্রিশখানি জামাত লইয়া উত্তরবঙ্গের মেলা
রব পড়েছে দিকে-দকে চিন্তার কারণ নাই
শতবর্ষে জ্বলে উঠল বাংলাতে রোশনাই।।

দিনে-দিনে বেড়ে চলছে বাংলাদেশের বুকে
একশ উনিশ জামাত লইয়া আছি সুখে-দুখে
মনস্তুষ্টি বাংলার হল-আরো হওয়া চাই
বঙ্গবাসী, খোদার কাছে চাইলেই শুধু পাই।।

এহসানুল হাবিব বলে, হে আল্লাহ্‌ দয়াবান
বাংলাদেশের জামাতগুলির লিখাইলে নাম
বিজয় শতাব্দীতেও কর এত্ত জামাত দান
গুণে যেন শেষ না করতে পারে মানব-প্রাণ।।

সংবাদ

খুলনা-সাতক্ষীরা জেলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ১১তম বার্ষিক ইজতেমা-২০১২ অনুষ্ঠিত

গত ১৯ ও ২০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনায় খুলনা-সাতক্ষীরা জেলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ১১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশ এর মোহতরম সদর এর প্রতিনিধি ও কায়েদ এশায়াত জনাব আব্দুল্লাহ্‌ ইউসুফ মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ১৯ অক্টোবর, ২০১২ তারিখ বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, জনাব মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, খুলনা জামাতের আমীর ও জেলা নাযেম জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এবং মুবাশ্বের মুরব্বী মওলনা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম উপস্থিত থেকে ইজতেমার গুরুত্ব এবং আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা নাযেম ও স্থানীয় আমীর। বাদ মাগরিব এমটিএ-তে হুযূর (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা শ্রবণের পর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি রিজিওনাল নাযেম ও জেলা নাযেম উপস্থিত বিভিন্ন স্থানীয় মজলিসের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় ও মোহতরম সদর সাহেব প্রদত্ত দিক নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করেন। দু'দিন ব্যাপী ১১ তম বার্ষিক জেলা ইজতেমায় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায, দরসে কুরআনসহ তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনি মালুমাত-লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা, পয়গামে রেসানী ও প্রশ্নোত্তর (কুইজ) প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২০ অক্টোবর, ২০১২ তারিখ বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর সকাল ৮-৩০ মিনিট হতে ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শেষে বেলা ১২-০০ ঘটিকায় জনাব মুহাম্মদ আব্দুল গফুর, রিজিওনাল নাযেম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। অত:পর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন জেলা নাযেম এবং স্থানীয় আমীর। অনুষ্ঠানের সভাপতি রিজিওনাল নাযেম জনাব মুহাম্মদ আব্দুল গফুর আনসারুল্লাহ্‌ সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌দের দিকনির্দেশনা উল্লেখপূর্বক অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। দু'দিন ব্যাপী এই ১১তম বার্ষিক জেলা ইজতেমায় খুলনা-সাতক্ষীরা জেলার ৬টি মজলিসের মধ্যে ৩টি মজলিস হতে ৪৮ জন আনসারসহ প্রায় ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

বিজ্ঞপ্তি
তালীম দফতর হতে
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালীম দফতর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১২ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় পুরস্কার প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রসিডেন্ট/মুরুব্বী মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার সন্তান যদি এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৩ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে না।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালীম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

শুভ বিবাহ

নয়ন মনি, পিতা-জামাল মিয়া, ১১৫ শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর সাথে খন্দকার রহিম উদ্দিন তানিম, পিতা-খন্দকার সাইদ আহমদ, ৫৯৬/দক্ষিণ মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০১৪/১২।

১০/০২/২০১২ ইং ইয়াসমিন বেগম, পিতা-মোহাম্মদ মজনু মিয়া, ৭৯৬/ক দক্ষিণ মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে আফজালুর রহমান রিপন, পিতা আমিনুর রহমান (এমরান) বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর বিবাহ ১,২০,০০১/- (এক লক্ষ বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০১৫/১২

২০/০২/২০১২ ইং নুরজাহান খানম (টুইংকেল), পিতা-মৃত ফারুক খান, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর সাথে সৈয়দ মুহিদ আহমদ, পিতা মৃত-সৈয়দ আব্দুল আওয়াল, মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর বিবাহ ৪০০,০০১/- (চার লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০১৬/১২।

২৩/০৪/২০১২ ইং মিতু আক্তার, পিতা মৃত-সাকিব আহমদ, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর সাথে মনির আহমদ, পিতা সফিক আহমদ, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এর বিবাহ ১,২০,০০১/- (এক লক্ষ বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০১৭/১২।

০৯/০৪/২০১২ ইং সাবিনা ইয়াসমিন, পিতা-মোহাম্মদ শহীদ পাঠান, শালশিড়ি, পঞ্চগড়, এর সাথে মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম নাবিল, পিতা-মোহাম্মদ মনতাজ উদ্দিন, ১২৭ দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা, এর বিবাহ ১,০০,১০১/- (এক লক্ষ একশত এক) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০১৮/১২।

০৪/০৫/২০১২ ইং সায়েদ আক্তার রিম, পিতা-মোহাম্মদ আবু সাইদ, আহমদনগর, পঞ্চগড়, এর সাথে নয়ন আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিক, রামপুর, কাহারুল, দিনাজপুর, এর বিবাহ ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০১৯/১২।

০৪/০৫/২০১২ ইং শাহনাজ পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ নুর ইসলাম, আহমদনগর, পঞ্চগড়, এর সাথে মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, পিতা মৃত-মোজাফ্‌ফর মিস্ত্রী, আহমদনগর, পঞ্চগড়, এর বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১০২০/১২।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নূহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

ডিসেম্বর ২০১২, এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচী (প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭:৩০ এর পর)

তারিখ	বিষয়বস্তু
০১/১২/১২, শনি ও ০২/১২/১২, রবিবার	"সত্যের সন্ধানে" ১৯ তম পর্ব (নতুন) শেষের ২ দিন
০৩/১২/১২, সোম URDV 551 (পুণঃ)	বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার দিক নির্দেশনা" — অংশ গ্রহণেঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ও আহমদ তবশির চৌধুরী।
০৪/১২/১২, মঙ্গল URDV 547 (পুণঃ)	"স্মৃতি কথা" - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী।
০৫/১২/১২, বুধ URDV 548 (পুণঃ)	"স্মৃতি কথা" - আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী।
০৬ - ১২/১২/১২ বৃহস্পতি - বুধ	পুণঃপ্রচার - "সত্যের সন্ধানে" ১৯ তম পর্ব (৭ দিন)
১৫/১২/২০১২,শনি URDV 551 (পুণঃ)	বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার দিক নির্দেশনা" — অংশ গ্রহণেঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ও আহমদ তবশির চৌধুরী।
১৭/১২/২০১২,সোম URDV 552 (পুণঃ)	গাহরে শাহ্, লাহোরের আহমদীয়া মসজিদে জঙ্গী হামলার চাক্ষুশ স্বাক্ষী - আব্দুল মুসাব্বির ওয়াকার, সাক্ষাতকার গ্রহণেঃ মাওলানা বশিরুর রহমান।
১৮/১২/২০১২,মঙ্গল URDV 544 (নতুন)	মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের সাক্ষাৎকার, উপস্থাপনায় - আহমদ তবশির চৌধুরী। শিশুদের অনুষ্ঠানঃ "এসো গল্প শুনি", পরিচালনায়ঃ সৈয়দা আমাতুর রশিদ।
১৯/১২/২০১২,বুধ URDV 556 (নতুন)	"স্মৃতি কথা" - জনাব মোহাম্মাদ খলিলুর রহমান, উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী।
২২/১২/১২, শনি URDV 557 (নতুন)	প্রামাণ্য অনুষ্ঠানঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শতবার্ষিকীর সূচনা (প্রথমাংশ)
২৪/১২/১২, সোম URDV 558 (নতুন)	প্রামাণ্য অনুষ্ঠানঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শতবার্ষিকীর সূচনা (শেষাংশ)
২৫/১২/১২, মঙ্গল URDV 559 (নতুন)	তথ্যভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানঃ মহানবীর (সাঃ) প্রতি অবমাননাকের চলচ্চিত্র নির্মাণের বিরুদ্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়া। অংশগ্রহণেঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী
২৬/১২/১২, বুধ URDV 560 (নতুন)	পুস্তক আলোচনাঃ "আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব" এবারের ব্যক্তিত্বঃ জনাব সূফী মতিউর রহমান বাঙ্গালী, আলোচনায়ঃ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, জনাব যাফর আহমদ ও জনাব জাহাঙ্গীর বাবুল। ছোটদের ধর্মীয় জ্ঞানের অনুষ্ঠানঃ (পর্ব - ১) পরিচালনায় - প্রফেসর আমীর হোসেন।
২৯/১২/১২, শনি URDV 561 (নতুন)	আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বাংলাদেশে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া"- অংশগ্রহণেঃ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের বর্তমান ও কয়েকজন প্রাক্তন সদরঃ সর্বজনাব খলিলুর রহমান, মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম খান, মাহবুবুর রহমান, আবু নঈম আল-মাহমুদ এবং আব্দুল মোমেন; উপস্থাপনায়ঃ মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়।
৩১/১২/১২, সোম URDV 562 (নতুন)	খুলনা বিভাগের কয়েকজন ত্যাগী লাজনা সদস্যার সাক্ষাতকার (পর্ব-২); ছোটদের ধর্মীয় জ্ঞানের অনুষ্ঠানঃ (পর্ব - ২) পরিচালনায় - প্রফেসর আমীর হোসেন।

- *প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় (শীতকালীন সময় অনুযায়ী)- লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে যুগ খলিফার জুমুয়ার খুতবার সরাসরি সম্প্রচার এবং খুতবার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান.*
- *প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — পূর্ববর্তী জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার*
- *প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান।*
- *২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর, ২০১২, শুক্র, শনি ও রবিবার : ১২৯ তম জলসা সালানা, কাদিয়ান।*

নিয়মিত এমটিএ দেখুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

প্রচারেঃ এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও

যোগাযোগঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা - ১২১১

Email: atabshir@hotmail.com **Web:** www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- **জনতা সেনেটারী**
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

COMPLETE VIEW OF ADVANCED INDOOR OUTDOOR SIGNAGE & POP SYSTEMS

BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A, Chittagong.
Tel: 683555

HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com

SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

New Vol. No. 75 | 11th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th December, 2012 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com